জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ঘুচল বৈষম্য

স্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে ভাতার বৈষম্য দূর করতে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের 'পে প্রোটেকশন' দেওয়ার কথা ঘোষণা করল স্বাস্থ্য দফতর। চুক্তিভিত্তিকদের সঙ্গে স্থায়ীদের ভাতার পার্থক্য ছিল অনেকটাই

ব্যস্তানুপাতিক বৃষ্টি

আগামী তিনদিন অতি-ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা পাহাড়ের জেলাগুলিতে। দক্ষিণে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরে বৃষ্টি কমলেও বাড়বে দক্ষিণে

ধর্ষণ মামলায় দেবগৌড়ার নাতি প্রজ্বলের হল যাবজ্জীবন সাজা

মহিলা নিরাপত্তায় মোদির রাজ্যে নারীবিদ্বেষী পোস্টারে উঠল ঝড়

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৭১ ● ৩ অগাস্ট, ২০২৫ ● ১৭ শ্রাবণ ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 71 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 3 AUGUST, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলা জুড়ে শুরু পাড়ায় সমাধান

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লকের পারুলিয়া অঞ্চল। উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়। শনিবার।

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতোই শনিবার বাংলা জুড়ে শুরু হয়েছে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, বাংলার প্রতিটি কোনায় মানুষের দরজায় পৌঁছে গিয়েছেন সরকারি আধিকারিকরা। মূলত ছোটখাটো সমস্যা সহজে সমাধান করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই কালজয়ী প্রকল্প। এদিন সকাল থেকেই মানুষ ভিড় করে এসেছেন ক্যাম্পগুলোতে। বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শুরুতেই মানুষের মন জয় করে নিয়েছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। এই প্রকল্প ও তার কার্যকারিতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, বাংলার মানুষকে তৃণমূল স্তরে পরিষেবা প্রদানের জন্য আমাদের যে ধারাবাহিক উদ্যোগ তাতে আজ একটি নতুন পালক যুক্ত হল। আজ আমরা 'আমাদের পাড়া

৬৩২ শিবিরে উপস্থিত ১,৮৪,১৮২ জন

আমাদের সমাধান' নামে আর একটি নতুন প্রকল্প চালু করলাম। এটা একটা অনন্য স্কিম। সারা দেশে এই রকম উদ্যোগ এই প্রথম। এই প্রকল্পে মানুষ নিজেদের বুথ এলাকার সমস্যাগুলো নিজেরাই চিহ্নিত করবেন, অগ্রাধিকার দিয়ে তালিকা তৈরি করবেন আর আমাদের সরকার সেই তালিকা মেনে কাজের রূপায়ণ করবে। রাজ্য জুড়ে যে ৮০ হাজারের বেশি বুথ আছে, সব ক'টাতেই এটা হবে। ৩টে বুথ মিলে একটা ক্যাম্প হবে, যেখানে সরকারি কর্মীরা এলাকার মানুষের সমস্যার কথা শুনবেন। এভাবে মোট ২৭ হাজারেরও বেশি ক্যাম্প করা হবে। আজ প্রথম দিনে রাজ্য জুড়ে ৬৩২টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সরকারি হিসেবে জানা গিয়েছে, শনিবার প্রথম দিনের শিবিরগুলিতে মোট ১,৮৪,১৮২ জন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি ক্যাম্পেই 'দুয়ারে সরকার'-এর (এরপর ১২ পাতায়)

অভিষেকের নির্দেশ

আটকে পড়া শ্রমিকদের ফেরাতে গেল বিশেষ দল

প্রতিবেদন : এবার মহারাষ্ট্রে আটকে পড়া বাংলার শ্রমিকদের ফেরাতে বিশেষ দল পাঠালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি সংবাদমাধ্যম সূত্রে বাংলার শ্রমিকদের আটক করার বিষয়টি সামনে আসে। আটকদের মধ্যে রয়েছেন ডায়মন্ড হারবার বিষ্ণুপুরের বাবাই সর্দার। বিষয়টি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানার পর ব্যবস্থা নেন। স্থানীয় বিধায়ককে মুম্বইয়ে দ্রুত প্রতিনিধি দল পাঠাতে নির্দেশ দেন। শনিবার রাতেই মুম্বই পৌঁছন চার সদস্য— অরূপকুমার দাস, শচী নস্কর, রাজীব গাজি ও পলাশ কর্মকার। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে লাগাতার এভাবে বাংলার শ্রমিকদের আটক করে হেনস্থা এবং শারীরিক অত্যাচার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। রাজ্য জুড়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কবিতা

জীবনের অর্ধেকটা রাস্তা
রাত ঘুমে নিঝুম,
বিশ্রামগৃহের অতিথিনিবাসে
নিশীথরাতের নিশিদিশাতে
আঁধি আধারের ধুম।
অমাবস্যানিশি, মায়াকুহেলিকা—
পুষ্পসম তুমি অন্ধকালিকা।
আমি ক্ষুদ্র দীন—তুমি বর্ণন বিলীন
হেরো নিদ্রাহারা শশী যামিনী।
মৌনমন্ত্রে রাগিণী রাঙা তানে
ক্ষণে ক্ষণে চিনি
স্তব্ধ বীণার সুর,
হাওয়ার পল্লবে কেঁপে ওঠে বীণা
ব্যর্থ রাতের তারার কাছে।
স্বপ্নের কাঁপনে সময় বয়ে যায়
নিশীথ রাতের শয়নে স্বপনে,
অর্ধেক জীবন কেটে যায়—
আর বাকি যা থাকলো,
সেটাই কর্মক্ষেত্র—সেটাই জীবন।

বেড়ে গিয়েছে ব্যাপ্তি লাভবান ব্যবসায়ীরা

উৎসাহিত বণিকসভা

প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় আসার পর অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে বাংলার দুর্গাপুজো। পুজোয় সরকারি অনুদান, মহালয়া থেকে কার্নিভ্যাল বেড়েছে পুজোর ব্যাপ্তি। উৎসবের পাশাপাশি যা চাঙ্গা করছে পুজো-অর্থনীতিকেও। বাড়ছে ব্যবসা। মিলছে রোজগার। সব মিলিয়ে খুশি মানুষ। ছোট থেকে বড়, মাঝারি থেকে ক্ষুদ্র সব ধরনের শিল্প, ব্যবসা, উদ্যোগ এর সুফল পাচ্ছে। টেক্সটাইল থেকে হাউসহোল্ড, এফএমসিজি হয়ে একজন ফুলচাষি পর্যন্ত হচ্ছেন। যা বণিকসভাগুলিকেও উৎসাহিত করছে। (বিস্তারিত ভিতরে)

মনরেগায় ৩,০৩৮ কোটি বঞ্চনা কেন্দ্রের রিপোর্টেই

প্রতিবেদন : বাংলার প্রতি বিজেপির পরিকল্পিত বঞ্চনা ফাঁস হয়ে গেল। অবশেষে বঞ্চনার কথা কার্যত স্বীকার করে নিল কেন্দ্র। রাজ্যসভায় রিপোর্ট পেশ করে কেন্দ্রের সরকার বুঝিয়ে দিল তারা চরম বাংলা-বিদ্বেষী। কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলার প্রতি বঞ্চনা করেই চলেছে। বাংলায় গোহারা হয়ে রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া তারা দিচ্ছে না। বিজেপি যে বঞ্চনা ও বিদ্বেষের রাস্তা নিয়েছে, তা পরতে পরতে প্রমাণ করে দিচ্ছে কেন্দ্র। একশো দিনের কাজের বরাদ্দ তালিকা থেকে কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছেঁটে ফেলেছিলেন বাংলাকে। বাংলার নাম বাদ দিয়েছিল তালিকা থেকে। এবার রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদদের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্র (এরপর ১২ পাতায়)

ভাষা-সন্ত্রাস : প্রতিবাদে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী ও বাঙালিদের উপর লাগাতার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে গোটা বাংলা। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ভাষা আন্দোলনে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। নেত্রীর নির্দেশেই শনিবার থেকে ধর্মতলার মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে শুরু হল তৃণমূলের বিক্ষোভ-ধরনা কর্মসূচি। শনি ও রবিবার, (এরপর ১২ পাতায়)

ভাষা-সন্ত্রাসের প্রতিবাদে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের প্রতিবাদ-ধরনা।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 August, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৮৪ **হৃদযন্ত্রের প্রথম সফল** প্রতিস্থাপন হল এদিন ভারতে। দিল্লিতে এইমস-এর ২০ জন শল্য চিকিৎসকের একটি টিম ডাঃ পি বেণুগোপালের নেতৃত্বে এই অপারেশনটি করেন। এর আগে এরকম চিকিৎসার জন্য রোগীকে বিদেশে নিয়ে যেতে হত।

১৯৩৬ **জেসি আওয়েন্স** এদিন বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা জেতেন। আর তাতেই হিটলারের মুখ চুন। তাঁর প্রচারিত আর্যজাতির জয়ধ্বজা এদিন কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাথলিটের চার-চারটে সোনার পদকপ্রাপ্তিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। তবে হিটলার একা যে কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষী ছিলেন তা বোধহয় নয়। স্বদেশে সোনা জিতে ফেরার পরও আওয়েন্সকে কৃষ্ণাঙ্গ বলে ওয়ালড্রফ অ্যাসটোরিয়া হোটেলে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

১৯১৪ **জার্মানি** এদিন বিকেলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। দু'দিন আগেই তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে দু-দুটো দেশের বিরুদ্ধে জার্মানির যুদ্ধ ঘোষণায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।

১৯২৮ **সৈয়দ আমির আলি** (১৮৪৯-১৯২৮) প্রয়াত হন। ভারতীয় মুসলমান আইনজ্ঞ। কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি। এছাড়াও তিনি ছিলেন একাধারে একজন আইনজ্ঞ, সমাজ সংস্কারক এবং লেখক।

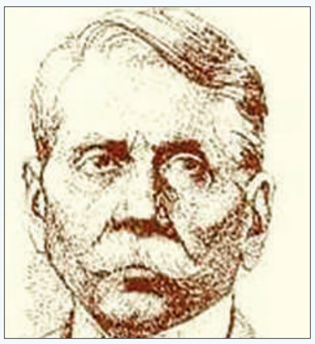

১৪৯২ **কলম্বাস** এদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই তিনটি জাহাজের বহর নিয়ে ভেসে পড়লেন ভারতবর্ষের খোঁজে। স্পেনের পালোস দে লা ফ্রন্টেরা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু। আট বছর ধরে চেষ্টা করে গিয়েছেন ভারত আবিষ্কার প্রকল্প রূপায়ণের। এমনকী সাত মাস আগেও স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ ও রানি ইসাবেলা এই ইতালীয় নাবিকের সব দাবিদাওয়া মানতে রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাজি হন। তবে, কলম্বাসের জাহাজ কিন্তু ভারতে পৌঁছতে পারেনি, পৌঁছেছিল বাহামাসে।

১৮৮৭ **রুপার্ট ব্রুক** (১৮৮-১৯১৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর লেখা 'দ্য সোলজার'-এর মতো যুদ্ধবাদী কবিতা সাড়া ফেলেছিল। সনেট লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইয়েটস তাঁকে 'ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সুদর্শন যুবক' বলে অভিহিত করেছেন।

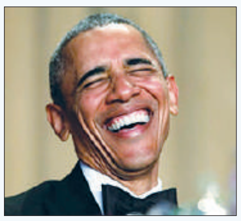

২০১০ **বারাক ওবামা** এদিন সরকারিভাবে ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। এর আগে সাত বছর ধরে আমেরিকা ইরাকে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল।

১৯৩৯ **উৎপলকুমার বসু** (১৯৩৯-২০১৫) জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষার বিখ্যাত কবি। তাঁর 'পুরী সিরিজ'-এর কবিতাগুলি আলোড়ন তুলেছিল।

২ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১১৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১১৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৩৭	৮৬.৯১
ইউরো	১০২.৪০	১০১.৫১
পাউন্ড	১১৭.১৮	১১৫.৬৩

নজরকাড়া ইনস্টা

কাজল

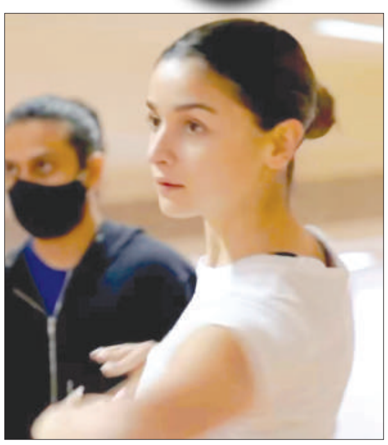

আলিয়া ভাট

পার্টির কর্মসূচি

অসমের চিরাং-সহ বিভিন্ন জেলায় বিজেপি সরকারের বিভাজনকারী রাজনীতি ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অসম তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবাদ-কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের ব্লক পর্যায়ের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৬২

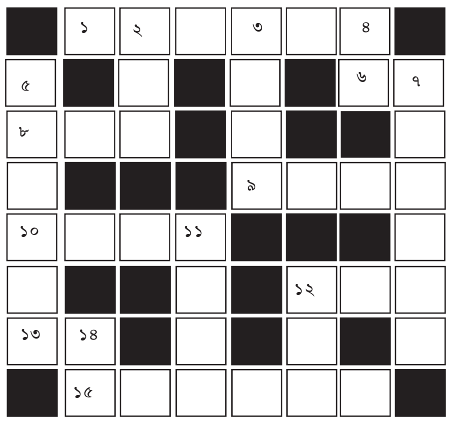

পাশাপাশি : ১. কাঁঠাল গাছ ৬. ঘড়াঞ্চি ৮. বাচাল, প্রগল্ভ ৯. যুদ্ধজাহাজ ১০. দেবতার আশীর্বাদ ১২. সুদৃষ্টি ১৩. ইঙ্গ পান্থনিবাস ১৫. বনেজঙ্গলে আনন্দে বিচরণ।

উপর-নিচ : ২. একি— বেদনা বহিছে মধুবায়ে ৩. উপকারী ৪. ভাঁওতা, বোকা ৫. অচিরেই, অবিলম্বে ৭. অত্যন্ত দৃঢ় বা অনমনীয় ১১. প্রশ্ন ১২. উপযুক্ত প্রতিবিধান ১৪. বিচারক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৬১ : পাশাপাশি : ২. সংবর্তক ৫. তরজমা ৬. ধাতব ৭. নিমখুন ৯. ঘনঘন ১২. মজার ১৩. দোষাকর ১৪. মহল্লাদার। **উপর-নিচ :** ১. হাতছানি ২. সমাধান ৩. বস্ত্রবয়ন ৪. কল্যাণী ৮. খুল্লমখুল্লা ৯. ঘরদোর ১০. নবরবি ১১. পশ্চিম।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072

Regd. No. WBBEN/2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

ভাষা সন্ত্রাসের প্রতিবাদে

বাংলায় ব্যাপ্তি বেড়েছে উৎসবের ■ লাভবান হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা

অর্থনীতিতে জোয়ার, উৎসাহী বণিকসভা

নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলায় দুর্গাপুজো এক অন্যমাত্রায় পৌঁছেছে। পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অনুদান। মহালয়া থেকে শুরু করে কার্নিভ্যাল। বেড়েছে পুজোর ব্যাপ্তি। উৎসবে গা ভাসাচ্ছেন মানুষ। কিন্তু বাস্তব বলছে, বাংলার দুর্গাপুজো আজ আর শুধু উৎসবে সীমাবদ্ধ নেই, তার অন্য তাৎপর্য তৈরি হয়েছে। তা হল পুজো-অর্থনীতি। যার সুফল পাচ্ছে রাজ্যের প্রান্তিক মানুষ। এক বিরাট অংশের মানুষের যেমন কর্মসংস্থান হয়েছে, রোজগার বেড়েছে, তেমনি উপকৃত হচ্ছে ছোট ব্যবসা থেকে শুরু করে নানা ধরনের উদ্যোগ ও শিল্প।

সে-কথাই বলছিলেন মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল শুভাশিস রায়। তাঁর কথায়, দুর্গাপুজোই হল বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোকে যে ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে আমরা অত্যন্ত খুশি। শারদোৎসবের ব্যাপ্তি বেড়েছে, এর সুফল দারুণ ভাবে পাচ্ছেন ছোট ব্যবসায়ীরা। মনে রাখতে হবে এই ছোট ব্যবসায়ীরাই আমাদের রাজ্যের ব্যাকবোন। আর পুজোকে কেন্দ্র করে দারুণ ভাবে উপকৃত হচ্ছে গোটা এমএসএমই সেক্টর। পুজোর দৌলতে টেক্সটাইল থেকে শুরু করে, হাউজহোল্ড, এফএমসিজি-সহ একাধিক সেক্টর ব্যবসায়িক ভাবে লাভবান হচ্ছে। কার্যত তাঁর সুরেই গলা মেলাচ্ছেন বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের অন্যতম কর্তা অশোক বণিক। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, পুজোকে কেন্দ্র করে আজ গোটা রাজ্যের আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। আলো থেকে ডেকরেটর, শিল্পী থেকে শ্রমিক, পুজোয় সকলেরই কর্মসংস্থান হচ্ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যবসা। রাজ্যে কোণে কোণে ছড়িয়ে থাকা কর্মী, শিল্পীরা এখন পুজোর দিকেই তাকিয়ে থাকেন। এটাই তাঁদের রোজগারের বড় ভরসা। উৎসবের দিন বেড়ে যাওয়ায় আমরা সবাই খুশি। এটা শুধু আর সর্বধর্ম সামাজিক মিলন নয়, এটা রাজ্যের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর পরামর্শ, রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার ছোট বাজেটের পুজো কমিটিগুলিকে যদি আরও বেশি করে অনুদানের আওতায় নিয়ে আসা যায় তা হলে পুজো অর্থনীতির আকার আরও বাড়বে। বিএনসিসিআইও এই লক্ষ্যে রাজ্যের বেশ কিছু ছোট পুজোর পাশে দাঁড়িয়েছে। অন্য সংস্থাগুলিকেও এই কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এই প্রসঙ্গে পুজো অনুদান নিয়ে বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। দলের তরফে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের একদম সঠিক সিদ্ধান্ত। কারণ, পুজো অর্থনীতির ওপর বিপুল শিল্প, বিপুল সংখ্যক মানুষের রোজগার নির্ভর করে। ব্রিটিশ কাউন্সিল তাঁদের সমীক্ষাতেও দেখিয়েছে, দেশের জিডিপিতে এই পুজো অর্থনীতির একটা বড় ভূমিকা আছে। পুজো অর্থনীতিতে বড় শিল্প, মাঝারি শিল্প, ছোট শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, অসংগঠিত শ্রমিক বিপুলভাবে উপকৃত হন। কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী থেকে ডেকরেটর, আলোক শিল্পী হয়ে ফুলচাষিরাও এর সুফল পাচ্ছেন। এই যে কেন্দ্রীভূত টাকা, চাঁদা, অনুদান, বিজ্ঞাপন থেকে আসছে তা পৌঁছে যাচ্ছে সমাজের প্রান্তিক এলাকায়। সেখানে খরচ হচ্ছে। পুজোয় যে টাকাটা সরকার দেয়, তা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে সরকারের কাছেই ফিরে আসছে, এটা বুঝতে হবে সমালোচকদের। ছোট ব্যবসায়ী থেকে শিল্পী, বিরাট সংখ্যক প্রান্তিক মানুষ পুজোয় রোজগার পাচ্ছেন। ব্যবসা বাড়ছে। উপকৃত হচ্ছেন ছোট ব্যবসায়ীরা। ফলে অক্সিজেন পাচ্ছে রাজ্যের অর্থনীতি।

ঘোষণা কোর কমিটি চেয়ারপার্সনের নাম

প্রতিবেদন : দার্জিলিং সমতল এবং পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক সাংগঠনিক জেলার কোর কমিটি এবং জেলা চেয়ারপার্সনের নাম ঘোষণা করল দল। দার্জিলিং সমতলের ক্ষেত্রে জেলার চেয়ারপার্সন করা হয়েছে সঞ্জয় টিব্রেওয়ালকে। ৯ জনের কোর কমিটিতে রয়েছেন গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার, পাপিয়া ঘোষ, অরুণ ঘোষ, রোমা রেশমি এক্কা, শংকর মালাকার, জ্যোতি তিরকে, মহম্মদ আইনুল হক এবং শোভা সুব্বা। তমলুক সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন করা হয়েছে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

৮ অগাস্ট থেকে স্নাতকোত্তরে ভর্তির আবেদন

প্রতিবেদন : ৮ অগাস্ট থেকে শুরু হবে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির প্রক্রিয়া। ২০ অগাস্ট পর্যন্ত স্নাতকোত্তরে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন পড়ুয়ারা। এরপর ২৫ অগাস্ট প্রকাশিত হবে মেধা তালিকা। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস শুরু করবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এদিকে ক্লাস চলাকালীনই যাবতীয় তথ্য যাচাইয়ের কাজ চলতে থাকবে। উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, যে-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একাধিক কলেজে রয়েছে তারা ৮০ শতাংশ পড়ুয়া নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভর্তি নিতে পারবে। বাকি ২০ শতাংশ অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভর্তি নেবে। অপরদিকে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধীনে কোনও কলেজই নেই তারা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৯০ শতাংশ পড়ুয়া ভর্তি নিতে পারবে। বাকি ১০ শতাংশ আসন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ করবে।

দূর হল ভাতা-বৈষম্য, জারি নির্দেশিকা

চুক্তিভিত্তিকদের ‘পে প্রোটেকশন’ দিল স্বাস্থ্য দফতর

প্রতিবেদন : স্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ভাতার বৈষম্য ঘোচাল স্বাস্থ্য দফতর। নির্দেশিকা জারি করে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ‘পে প্রোটেকশন’ দেওয়ার কথা ঘোষণা করল রাজ্য। এতদিন চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সঙ্গে স্থায়ী কর্মীদের ভাতার পার্থক্য ছিল অনেকটাই। এমনকী, অভিজ্ঞ চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাও অনেকক্ষেত্রে সদ্য-নিযুক্ত স্থায়ী কর্মীদের তুলনায় কম ভাতা পাচ্ছিলেন। নয়া নির্দেশিকা জারি করে সেই বৈষম্য দূর করল স্বাস্থ্য দফতর।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এই চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কেউ স্বাস্থ্যবিভাগের পোর্টালে ডেটা এন্ট্রিতে কাজ করেন। কেউ টেলিমেডিসিন পরিষেবায় সহায়তা করেন। আবার কেউ নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ-এর ক্ষেত্রে পোর্টালের দেখভাল করেন। অনেকক্ষেত্রে স্থায়ীদের মতোই কাজ করতে হয় চুক্তিভিত্তিকদের। কিন্তু স্থায়ীদের মতো চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বার্ষিক ভাতা বৃদ্ধি হয় না। এই ভাতা-বৈষম্য দূরীকরণের দাবি ছিল অনেকদিনের। তাই এই নয়া সিদ্ধান্তের জন্য প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে স্বাস্থ্যর দফতর এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ করবী বড়াল জানিয়েছেন, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ভাতা-বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানাচ্ছে প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। স্বাস্থ্য দফতরের নয়া নির্দেশিকায় আর্থিক বৈষম্য দূর হল। এর ফলে উপকৃত হলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কয়েক হাজার চুক্তিভিত্তিক কর্মী। খুশি রাজ্যের সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনও।

■ কলকাতা পুরসভার ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডে টালিগঞ্জ জাতীয় সংঘ ও শান্তিনগর অধিবাসীবৃন্দের ৭৬তম দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজোয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও অন্যরা। শনিবার।

অবসরকালীন সুবিধায় চিঠি শিক্ষা দফতরের

প্রতিবেদন : অনেক সময় অভিযোগ ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের তহবিল থেকে বেতন দিতে গিয়ে অনিয়ম করে ফেলে। অনেকেই সময়মতো বেতন পান না। এবার এই বিষয়টিকেই নিয়মের মধ্যে বাঁধার জন্য পরিবর্তন আনতে চায় উচ্চশিক্ষা দফতর। অবসরকালীন ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি প্রভৃতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চিঠি পাঠিয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতর। সেখানে বলা হয়েছে রাজ্যের অর্থ দফতর বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করবে। আগেও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রণের আগে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাসিক বেতন, বদলি এবং ছুটি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ‘হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ (এইচআরএমএস) ব্যবস্থা চালুর কথা জানিয়েছিল।

■ মহারাষ্ট্রে আটক বাংলার শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে মুম্বইয়ের উদ্দেশে গেল বাংলার টিম। রয়েছেন অরূপকুমার দাস, শচী নস্কর, রাজীব গাজি ও পলাশ কর্মকার।

আহ্বায়কের তালিকা

প্রতিবেদন : আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ৬ মাস আগে, বিভিন্ন জেলার আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়কদের নাম ঘোষণা করল মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। এই আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়করাই মূলত পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গত বছর যাঁরা আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন, তাঁদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে কয়েকটি জেলায় অবসর বা অন্য দায়িত্ব দেওয়ার কারণে কয়েকজনকে বদল করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মনুবাদী পোস্টার

মোদির রাজ্যে আজব পোস্টার। ২০২৫ সালে এসে নারীসুরক্ষা নিয়ে বিজ্ঞাপন করতে হচ্ছে! আর সেই বিজ্ঞাপনে ভয়ঙ্কর পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রভাব। গুজরাতে নারীসুরক্ষার নামে এই চরম নারীবিদ্বেষী বিজ্ঞাপন দিয়েছে সরকারি দফতর। সেই বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে, মহিলারা সুরক্ষিত থাকতে লেট নাইট পার্টিতে যাবেন না। যাওয়া মানেই ধর্ষণ বা গণধর্ষণকে আমন্ত্রণ। আপনার বন্ধুকে নিয়ে কোনও অন্ধকার নির্জন জায়গায় যাবেন না। যদি গণধর্ষণ হয় তাহলে কী হবে? আজব এই বিজ্ঞাপনে দেশ জুড়ে তুমুল সমালোচনা। একদিকে মেয়েদের নিরাপত্তা নেই, অন্যদিকে নারীবিদ্বেষী মনুবাদী ভাবনার নমুনা। আমেদাবাদে সিটি পুলিশ এই কুৎসিত বিজ্ঞাপনটি দিয়েছে রাস্তার মোড়ে। গুজরাতেই মানুষের মধ্যে এ-নিয়ে তুমুল সমালোচনা। সকলেই বলছেন, পরিকল্পিত ভাবে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করেছে প্রশাসন। এক শ্রেণির অপরাধীকে প্ররোচিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও প্রমাণিত হচ্ছে, বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে নারীসুরক্ষার আসল চিত্র। প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে এসব বিজ্ঞাপন দেখেও খুব একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাই দিতে পারেনি। প্রথমে দায় নিয়ে একে অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা। শেষে দায় ঝেড়ে ফেলার জন্য পোস্টার তুলে নিতেও কসুর করেনি। ধর্ষণের জন্য কার্যত মেয়েদেরকেই দায়ী করা হচ্ছে। মেয়েদের প্রতি বিজেপির কুৎসিত মানসিকতা দেখাচ্ছে মোদিজির গুজরাত মডেল। ধর্ষকদের পাকড়াও করা বা শাস্তির পরিবর্তে মেয়েদেরকেই বলা বাড়ি থেকে বেরোবেন না। এ শুধু প্রশাসনের ব্যর্থতা নয়, মহিলাদের নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। কেন্দ্রের এই দল দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

e-mail থেকে চিঠি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপথে, জগাই মাধাই গদাই হুঁশিয়ার

ওদের বিপন্নতা বাড়ছে রোজ। একটু একটু করে মাত্রাছাড়া দশায় পৌঁছাচ্ছে। বাংলায় কত নাম বাদ যাবে, তার হিসেব বঙ্গ বিজেপির নেতারা আগাম দিয়ে রেখেছেন। সংখ্যাটা ভিন্ন ভিন্ন হলেও নেতাদের সুর এক। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, নাম বাদ দেওয়ার আবেদনপত্র জমা পড়বে প্রচুর। সেটা বুঝতে পেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই প্রতিবাদে নেমেছেন রাস্তায়। জনস্রোত বইছে রাস্তায়। বাজছে রবীন্দ্রনাথের গান, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল'। বাংলার মাটি আন্দোলনের মাটি। জনভিত্তি যত দুর্বল হয় রাষ্ট্রীয় শক্তির আস্ফালন ততই বাড়ে। এটাই বাস্তব। সিবিআই, ইডির মতো প্রতিষ্ঠানগুলি নামে স্বশাসিত। কিন্তু কাজ করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। কংগ্রেস যখন দিল্লির ক্ষমতায় ছিল, তখন তারাও একইভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে বিরোধীদের শায়েস্তা করার কাজে লাগাত। সেই কারণেই সুপ্রিম কোর্টের চোখে সিবিআই হয়েছিল 'খাঁচায় বন্দি তোতা পাখি'। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির রাজত্বে রাজ্যপাল-সহ অধিকাংশ সাংবিধানিক পদাধিকারী এবং এযাবৎ স্বাধীনভাবে কাজ করে আসা সংস্থাগুলিও 'তোতা পাখি'র মতো আচরণ করছে। তাতে বিজেপির কতটা লাভ হবে, সেটা সময় বলবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগছে, এভাবে চললে ভারতবর্ষ সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে তো? স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন সাধারণত ২০ বছর অন্তর হয়। তাই এসআইআর নিয়ে হইচই হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধনের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের 'বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা খেদাও' হুঙ্কারে। গেরুয়া শিবিরের ধারণা, এতে সনাতনী হিন্দুরা উৎসাহিত হবেন এবং বিজেপির ভোটবাক্স ভরিয়ে দেবেন। কিন্তু বাংলায় কথা বলার জন্য বিজেপি শাসিত রাজ্যে যাঁদের 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছে তাঁরা সবাই মুসলিম নন। অত্যাচারিতের মধ্যে অনেক হিন্দুও রয়েছেন। এমনকী, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষও আছে। বিজেপির বিপদটা এখানেই। গেরুয়া পার্টি সেটা টের পাবে হাড়ে হাড়ে।

— ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কালে কালে আর কী কী যে দেখতে হবে!

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকার কাছে এখন দুয়োরানি শুধুই মোদির ভারত। বাকি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিবেশী সব দেশের প্রতিই কমবেশি সদয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আবার ওদিকে বাঙালি যুবকের রুশ স্ত্রীর দেশ ছেড়ে পালানোর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র এবং দিল্লি পুলিশ প্রবল সমালোচনার মুখে। লিখছেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

শুনেছিলাম, ট্রাম্প আমাদের পরম মিত্র। সেই সূত্রে আঙ্কেল সাম আমাদের ঘরের শ্যামা খুড়ো হয়ে গেছে। আর চিন্তা নেই। বিপদে-আপদে, উন্নতিতে-বরবাদে তিনিই আমাদের পাশে থাকবেন।

কিন্তু যা দেখছি তাতে টের পাচ্ছি, ট্রাম্প চাচা আমাদের আপদে সহায় না হন, বিপদের কারণ। উন্নতির সিঁড়ি না হন, বরবাদের উপকরণ।

কেন?

তবে খুলেই বলা যাক। ছাপান্ন ইঞ্চি ছাতির, অর্থাৎ মোদি সরকারের বাণিজ্যনীতি, কূটনীতি, বিদেশনীতি— সব কিছু ব্যাকফুটে থাকার সমাচার!

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকার কাছে এখন দুয়োরানি শুধুই মোদির ভারত। বাকি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিবেশী সব দেশের প্রতিই কমবেশি সদয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যদিও ওইসব দেশের সিংহভাগ রাষ্ট্রপ্রধান মোদিজির মতো ট্রাম্পকে নিজের বন্ধু বলে প্রচার করেননি। ট্রাম্পের ভোটের প্রচার করতে আমেরিকা চলে যাননি।

দীর্ঘ টানাপোড়েন, কৌতূহল, টেনশন এবং জল্পনার পর অবশেষে শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্প বহু প্রতীক্ষিত সংশোধিত বাণিজ্য শুল্ক ঘোষণা করলেন। আর সেখানে দেখা গেল, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের পণ্য রফতানির উপর ট্রাম্প যে আমদানি শুল্ক আরোপ করেছেন, তার পরিমাণ ভারতের তুলনায় অনেক কম। এই প্রতিটি দেশের উপর বলবৎ হতে চলেছে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক। এমনকী উন্নত অর্থনীতির জাপানকেও দিতে হবে ১৫ শতাংশ। একমাত্র ব্যতিক্রম ভারত। নরেন্দ্র মোদির বন্ধু ট্রাম্প ভারতের রফতানিকৃত পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন।

এই তালিকায় অবশ্য মায়ানমারকে রাখলে ভুল হয়ে যাবে। সেদেশের পাঠানো পণ্যের উপর আমেরিকার আমদানি শুল্ক বসবে ৪০ শতাংশ। এর কারণও আছে। ২০২১ সালেই অভ্যুত্থানের সাজা হিসেবে মায়ানমারের উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল আমেরিকা। তারই পরিণতি এই উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ।

ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার উপর ১৫ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে স্বল্প শুল্ক আরোপ উদ্বেগজনক। কারণ, টেক্সটাইল ও রেডিমেড গার্মেন্ট এক্সপোর্ট সেক্টরে ভারতকে রীতিমতো কোণঠাসা করে দিলেন ট্রাম্প। এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সবথেকে বড় প্রতিযোগিতাই হল টেক্সটাইল ও গার্মেন্ট রফতানিতে। ২০২৪ সালে ভারত যে পরিমাণ টেক্সটাইল এবং রেডিমেড জামাকাপড় রফতানি করেছে, তার ৩৩ শতাংশই আমেরিকায়। সুতরাং ভারতের এই সেক্টর বিপুল ধাক্কা খেতে চলেছে। এবং সরাসরি সংকটে পড়বে সাধারণ কর্মীরা। এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ইতিমধ্যেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, গার্মেন্ট কারখানা ও সংস্থা এই লোকসান সামলাতে বিপুল কর্মী ছাঁটাই করতে পারে। এরপরও সরকারের অন্দর থেকে দাবি করা হচ্ছে, এই শুল্কের ফলে ভারতের সামান্যই লোকসান হবে— মোট জিডিপির ০.২ শতাংশ।

বাণিজ্যশুল্ক নিয়ে ট্রাম্প স্পষ্ট বুঝিয়েছেন, ভারত তাঁর বন্ধুরাষ্ট্রই নয়। বরং পাকিস্তান তাঁর অনেক কাছের। তাই তাদের দিতে হবে মাত্র ১৯ শতাংশ শুল্ক। সোজা কথায়, স্বাধীনতার পর থেকে আমেরিকা যেভাবে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েই ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে গিয়েছে, সেই প্রবণতা মোদি-ট্রাম্পের তথাকথিত বন্ধুত্বে বদলায়নি। বরং প্রতিটি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে সমর্থন ও সামরিক সাহায্য বেড়েছে। ট্রাম্প এই নয়া বাণিজ্য শুল্ক

আহা! কী সুগভীর বন্ধুত্ব নিবিড়।

সংক্রান্ত এগজিকিউটিভ অর্ডারে স্বাক্ষর করে শুক্রবার বলেছেন, কয়েকটি দেশ সম্পর্কে আমি সম্প্রতি কিছু অতিরিক্ত তথ্য পেয়েছি। তাই সেইসব দেশের উপর বেশি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। আগামী ৭ অগাস্ট থেকে বলবৎ হবে এই নয়া শুল্ক নীতি। প্রশ্ন হল, ভারত বারংবার বলে এসেছে, আমেরিকার সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি হচ্ছে এবং ইতিবাচক দিকেই এগোচ্ছে। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর অথবা বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বারবার বলেছেন, ভারত ও আমেরিকা উভয় পক্ষেরই লাভ হবে—এমন চুক্তি হচ্ছে। কিন্তু সেই চুক্তি এখনও হল না। বরং চুক্তির আগেই ট্রাম্প ভারতের উপর চড়া শুল্ক চাপিয়ে দিলেন।

এসব নিয়ে ব্যর্থ মোদি সরকারের কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। তাদের মাথায় এখন ভিন্নতর দুষ্টুমির ঘুণপোকা। যার সুবাদে 'বুরে দিন' শুরু! শুল্ক ঘায়ে বিষফোঁড়া হিসেবে এবার ছ'টি ভারতীয় সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাল আমেরিকা। ইরানের সঙ্গে পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য ব্যবসার 'অপরাধে' ভারতীয় সংস্থাগুলির উপর খড়্গহস্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন।

তেহরানকে নিশানা বানিয়ে মার্কিন বিদেশ দফতর বুধবার বলেছে, নিজেদের অপকর্মের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে এখনও ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে ইরান সরকার। দেশের মানুষকে অবদমিত করতে ও বিদেশে সন্ত্রাসবাদে মদত দিতে ইরান যে অর্থ ব্যয় করে, তার প্রবাহ বন্ধে আজ পদক্ষেপ করল আমেরিকা। ওয়াশিংটনের বক্তব্য, ইরানকে শায়েস্তা করতেই তেহরানের সঙ্গে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ও পেট্রোকেমিক্যাল সামগ্রীর ব্যবসা করা মোট ২০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপান হয়েছে। এই সংস্থাগুলি মূলত ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়ার। এই তালিকাতেই ভারতের ছ'টি সংস্থা রয়েছে। মার্কিন বিদেশ দফতর বলেছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও দেশ বা ব্যক্তি ইরানের সঙ্গে তেল বা পেট্রোপণ্যের ব্যবসা করলে তাদের মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হবে। তাদের আর আমেরিকায় ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়া ভারতীয় সংস্থাগুলি হল কাঞ্চন পলিমার্স, অ্যালকেমিক্যাল সলিউশনস, রামনিকলাল এস গোসালিয়া অ্যান্ড কোম্পানি, জুপিটার ডাই কেম প্রাইভেট লিমিটেড, গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যালস লিমিটেড ও পারসিস্ট্যান্ট পেট্রোকেম প্রাইভেট লিমিটেড। এরই মধ্যে আবার পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার 'বন্ধুত্বে'র নয়া বার্তা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে বৈঠক ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের।

এরই মধ্যে অমিত শাহর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রোজ ব্যর্থতার নতুন নতুন মাইলফলক ছুঁয়ে চলেছে। একদিকে তারা যেমন দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি অনুপ্রবেশের পথ রুখতে ব্যর্থ তেমনই বাঙালি যুবকের রুশ স্ত্রীর দেশ ছেড়ে পালানোর মামলায় শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র এবং দিল্লি পুলিশকে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও দিল্লি পুলিশেরই নিরাপত্তা গাফিলতির কারণে ভিক্টোরিয়া বসু নাবালক সন্তান স্তাভ্যকে নিয়ে রাশিয়া চলে যেতে সমর্থ হয়েছেন বলেই এদিন শুনানির পর্যবেক্ষণে মন্তব্য করেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। সঙ্গে ছিলেন আর এক বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। কেন্দ্রের আইনজীবী তথা অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাট্টির উদ্দেশে তাঁরা বলেছেন, ভুলে গেলে চলবে না যে, বাচ্চাটি দেশের সুপ্রিম কোর্টের হেফাজতে ছিল। আমাদের হেফাজত থেকে বাচ্চাটিকে নিয়ে ফেরার হয়েছেন তার মা। দিল্লি পুলিশের গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটেছে।

দেশ জুড়ে সুশাসনের অন্তরায় এই বিজেপি। এদের বিদায় ঢাকে কাঠি পড়ার দিন বেশি দূরে নয়।

মথুরাপুর ২ নং ব্লকে পাড়ায় সমাধান

ওয়েবকুটার এক শতাব্দী

প্রতিবেদন: দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল ১০০টা বছর। এক শতাব্দী পার করল রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন ওয়েবকুটা। শনিবার প্রথমে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে সংগঠনের প্রথম সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে সম্মান জানান সংগঠনের শিক্ষকরা। পদযাত্রা শুরু হয় রামমোহন লাইব্রেরির সামনে থেকে। সায়েন্স কলেজের মেঘনাথ সাহা প্রেক্ষাগৃহে আলোচনা সভার মাধ্যমে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন থেকে সংগঠনের কাজ নিয়ে কথা বলে ওয়েবকুটা। শতবর্ষে সংগঠনের ইতিহাস তুলে ধরেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্বপন প্রামাণিক। সভার উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন রাজ্য সভাপতি শুভোদয় দাশগুপ্ত ও সাধারণ সম্পাদক কেশব ভট্টাচার্য।

কারখানায় আগুন

প্রতিবেদন : শনিবার বিকেলে বন্ডেল গেটের কাছে একটি ওষুধ কারখানায় আগুন লাগে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ মজুত ছিল। ফলে আগুন দ্রুত বিধ্বংসী চেহারা নেয়। প্রথমে দমকলের চারটি, পরে আরও ৬টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

আবারও আদালতে প্রশ্নের মুখে সিবিআইয়ের ভূমিকা

প্রতিবেদন: বেলেঘাটার অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলে ছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সঠিক ভাবে তদন্ত করছে না কেন্দ্রীয় এজেন্সি, এমন মন্তব্য করে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এই মামলায় ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকায় প্রশ্ন উঠল হাইকোর্টে। এবার তদন্তের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলে পরেশ পাল ও রত্না সরকারের তরফে সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, সিবিআইয়ের চার্জশিট ফাইল করতে চার বছর লেগে গেল? সিবিআই বলে যা ইচ্ছে করা যায় না। সিবিআই রামকৃষ্ণ মিশন বা কালীঘাট মন্দির নয়। সিবিআই স্পেশাল নাকি? মৃতের ভাইয়ের জবানবন্দি দেখুন। তাঁর সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে আদালত জানিয়েছে, তিন রকম ভার্সান রয়েছে। একুশ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় অভিজিতের। ২ জুলাই নিম্ন আদালতে মামলায় দ্বিতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দেয় সিবিআই। সেখানেই অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (বস্তি) স্বপন সমাদ্দার এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষের নাম। মামলায় আগাম জামিনের আবেদন করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পরেশ। এদিন সেই মামলাতেই সিবিআই নাম দেওয়ার উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারেনি বলে দাবি করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

■ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নবজাগরণ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে সংবর্ধনা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, প্রাক্তন ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীকে। ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সত্যম রায়চৌধুরী, গার্গী রায়চৌধুরী, অরুণ লাল প্রমুখ। শনিবার শিশিরমঞ্চে।

■ রামমোহন সম্মেলনীর উদ্যোগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও রামমোহন রোডের সংযোগস্থলে 'আ মরি বাংলা ভাষা' স্তম্ভের উদ্বোধনে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ ও অয়ন চক্রবর্তী। (ডানদিকে) বাংলা-বাঙালির বিরুদ্ধে বিজেপির চক্রান্তের প্রতিবাদে রক্তদান। আয়োজনে 'উদ্যোগ'। রয়েছেন কুণাল ঘোষ, পুরপিতা অয়ন চক্রবর্তী, যুবনেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল, জয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ এমসিসিআইয়ের ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফিনান্স হেল্প ডেস্ক-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল শনিবার সংস্থার কনফারেন্স হলে। উপস্থিত ছিলেন, রাজ কোকলি সিং, সঞ্জয় দত্ত, ডঃ এন কামকোড়ি, সমরজিৎ মিত্র, সনাতন মিশ্র প্রমুখ।

ঘরের জমা জলে মৃত্যু শিশুর

সংবাদদাতা, উত্তর দমদম : মর্মান্তিক ঘটনা উত্তর দমদম পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিরাটি দেবীনগর এলাকায়। জমা জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল ৬ মাসের এক শিশুর। ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, এই ধরনের বিচ্ছিন্ন মর্মান্তিক, দুঃখজনক ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। লাগাতার বৃষ্টির কারণে এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। জল জমার কারণে ইট দিয়ে উঁচু করা হয়েছিল খাট। সেই খাট থেকেই জমা জলে পড়ে মৃত্যু হল ছয় মাসের শিশুকন্যা ঋষিকা ঘোড়াইয়ের। শিশুটির বাবা পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার। ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় কাউন্সিলর প্রশান্ত দাস। বলেন, ঘটনাটি খুব দুঃখজনক। ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুটি পড়ে যায়। শিশুটির মা ঘরে এসে দেখতে পেয়েই হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানান। তিনি জানান, স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ড্রেনের জন্য ৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। টেন্ডার হয়ে গেছে। বর্ষার জন্য কাজ আটকে আছে। আমরা পরিবারটির পাশে আছি।

তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত দুই

সংবাদদাতা, হুগলি : কানাইপুরের তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার দুই আততায়ী। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে তৃণমূল নেতা পল্টু চক্রবর্তীকে খুন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এমনই অনুমান পুলিশের। খুনের জন্য দুষ্কৃতীকে তিন লাখ টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল। শাসনের বিশ্বজিৎ প্রামাণিক ও বারাসতের দীপক মণ্ডলকে কানাইপুরেরই বিশ্বনাথ দাস ওরফে বিশা তিন লক্ষ টাকা দিয়ে ভাড়া করে। পরিকল্পনামাফিক ঘটনার দু'দিন আগে এলাকা রেইকি করে যায় দুই আততায়ী। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে আততায়ীরা প্রথমে কাটারি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

■ উলুবেড়িয়ার ধুলাসিমলার শিবিরে মন্ত্রী পুলক রায়।

■ বসিরহাটের স্বরূপনগর ব্লকের মালঙ্গপাড়ায় অনুষ্ঠিত হল পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি। ছিলেন জেলার সহ-সভাধিপতি তথা বিধায়ক বিনা মন্ডল।

■ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতে বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা।

■ জগৎবল্লভপুরের শঙ্করহাটি-১ নম্বর পঞ্চায়েতে বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ।

■ বনগাঁয় পুরপ্রধান গোপাল শেঠ, কাউন্সিলর মৌসুমী চক্রবর্তী।

রাজ্য
3 August, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শ্রীরামপুরের চণ্ডীতলায় শিবিরে কাজ চলছে

জেলায় জেলায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি

■ কলকাতা পুরসভার ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ কলকাতা পুরসভার ৭০ নং ওয়ার্ড। শিবিরে উপস্থিত মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, কাউন্সিলর অসীম বসু।

■ মধ্য হাওড়ায় কর্মসূচিতে মন্ত্রী অরূপ রায় ও অন্যরা।

■ বিধাননগরের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

■ বরানগরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ বালির ৫ নম্বর ওয়ার্ডে হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্র।

■ হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

■ বালিতে বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়।

■ ভদ্রেশ্বরে পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী।

■ মগরাহাটে বিধায়ক নমিতা সাহা, লিপন তালুকদার, তুহিনশুভ্র মোহান্তি।

■ জয়নগর ২ ব্লকে এক শিবিরে জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত, বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

■ কোচবিহারে চলছে কর্মসূচি।

জেলায় জেলায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি

■ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর অঞ্চলে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

■ ক্রান্তির খালপাড়া বিএফপি প্রাথমিক স্কুলে মহুয়া গোপ।

■ শিবিরে এসে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়।

■ শিবিরে কাজ খতিয়ে দেখছেন জেলাশাসক শ্যামা পারভিন।

■ মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক তদারকি করছেন কাজের।

■ রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিধায়ক খগেশ্বর রায় ও অন্যরা।

■ শিলিগুড়িতে ২০ নং ওয়ার্ডের নেতাজি উচ্চতর বিদ্যালয়ে মেয়র গৌতম দেব।

■ রায়গঞ্জে শিবিরে প্রথম দিনেই বিপুল পরিমাণ মানুষ হাজির পরিষেবা নিতে।

■ কেশপুরে মন্ত্রী শিউলি সাহা।

■ দুর্গাপুরে শিবিরে বিধান উপাধ্যায়, জেলাশাসক পান্নাবালম প্রমুখ।

■ ধূপগুড়ি মহকুমার বারঘরিয়া জামুপাড়ায় চলছে শিবিরের কাজ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
3 August, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ধসে বিচ্ছিন্ন পূর্ব সিকিম

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : পূর্ব সিকিমে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বিশাল ধস নেমেছে শনিবার। ধস এতটাই বিপজ্জনক আকারের যে সেনাদের গাড়িও সেখানে পৌঁছতে পারছে না। লাগাতার বৃষ্টির জেরেই এই ধস নেমেছে চিন সীমান্তের কাছেই ডোগলান এলাকায়। ধসের জেরে সেনার গাড়িও পারাপার করতে পারছে না।

শিলিগুড়ি থেকে লাভা হয়ে সিকিমে ঢোকার এটি বিকল্প রাস্তা হওয়ায় ধসের জেরে একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সিকিম। লাগাতার বৃষ্টিতে তিস্তার ধারে তারখোলায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি বড় অংশ ভেঙে পড়েছে। ফলে যান চলাচলে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়েছে। আতঙ্কে পথচলতি মানুষ ও যাত্রীবাহী গাড়ির চালকেরা। প্রশাসনের তরফে বিকল্প রুটে গাড়ি ঘোরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আপাতত ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। যাত্রীদের যাত্রার আগে রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

ধস সরানোর কাজ চলেছে।

দিনহাটায় বসল ২৪ সিসি ক্যামেরা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও দিনহাটা থানার যৌথ উদ্যোগে দিনহাটা শহরের গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি জায়গায় সিসিটিভি বসানো হল। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তার কন্ট্রোলরুমেরও সূচনা করলেন উদয়ন গুহ ও এসপি দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ছিলেন এসডিপিও ধীমান মিত্র, পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী, সুবীর সাহাচৌধুরি প্রমুখ। এই ২৪টি সিসি ক্যামেরার কারণে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক বৃদ্ধি পাবে। উদয়ন বলেন, এটা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

অবৈধভাবে ঢুকে ধৃত বাংলাদেশি

সংবাদদাতা, কোচবিহার : অবৈধভাবে ভারতে ঢোকার অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মাথাভাঙা ২ ব্লকের উনিশবিশার বণিকপাড়া থেকে। নাম শঙ্কর বর্মন। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের বাসিন্দা। গত বছর জুলাই মাসে বৈধ ভিসা নিয়ে ভারতে এসে আগস্টে বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছিল। এরপর দুই সপ্তাহ আগে ফের মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে ঢোকে বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

এনআরসি হয়রানি কোচবিহারে প্রতিবাদ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাংলায় নাগরিকদের এনআরসির নোটিশ দিয়ে হয়রানি করার প্রতিবাদে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচি ঠিক হয়েছে ৫ আগস্ট। সেদিন কোচবিহারের ১৯ জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভ হবে। জানালেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। বাবুরহাট ব্রিজ, ঘুঘুমারি ব্রিজ মাথাভাঙা রোডে, সিতাই মোড়ে, চ্যাংরাবান্ধা সাহেবেরহাট, খাগড়াবাড়ি, তুফানগঞ্জ থানা মোড়, খোল্টা, মরিচবাড়ি, কোচবিহার শহরের স্টেশন চৌপথিতে অবস্থান বিক্ষোভ হবে। বেলা ১০টা থেকে দুপুর ২টো। অভিজিৎ বলেন, একের পর এক এনআরসি নোটিশ পাচ্ছেন কোচবিহারের বাসিন্দারা। তার ওপর ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ সামনে আসছে। তাই জেলা জুড়ে আন্দোলন হবে।

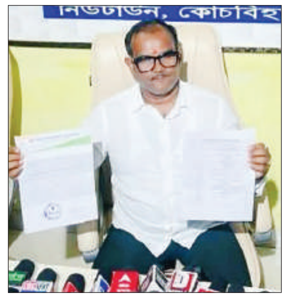

অভিজিৎ দে ভৌমিক।

মহারাজার মূর্তি যথাস্থানেই বসানোর উদ্যোগ কোচবিহারে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সামনে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের মূর্তি বসানো নিয়ে বিতর্ক মেটাতে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মতো চলছে মূর্তিস্থাপনের কাজ। তবে মূর্তি বসানোর কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শুক্রবার রাতে। জানা গিয়েছে, পুরসভার মূর্তি বসানোর জন্য খোঁড়া মাটি শুক্রবার রাতে জনা কয় যুবক রাতের অন্ধকারে মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিচ্ছিল। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, বেশ কয়েকজন যুবক মাটির গর্ত বোজানোর কাজ করছিল। স্থানীয়রা বাধা দিলে পালায়। এরা কারা বা পিছনে কারা আছে সে ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি। কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, মহারাজার মূর্তি যেন যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। জেলাশাসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে কাজ করা।

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের এই মূর্তিটি বসবে।

গ্রেফতার দুই নারীপাচারকারী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : খড়িবাড়ির ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দিয়ে বিলাশবহুল গাড়িতে নারীপাচারের ছক বানচাল করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী এসএসবি। সীমান্তে চারচাকার গাড়ি আটক করে তারা, উদ্ধার হয় সাত তরুণী। গ্রেফতার দুই পাচারকারী। এসএসবি ৪১ নং ব্যাটেলিয়ন সীমান্তে নজরদারির সময় একটি চারচাকার বিলাশবহুল গাড়ি আটক করে। তা থেকে উদ্ধার হয় নেপালের সাত বাসিন্দা। এর মধ্যে একজন নাবালিকা রয়েছে বলে খবর। ঘটনায় ধৃত দীপেশ গুরুং দার্জিলিংয়ের ও জপন গুরুং নেপালের বাসিন্দা। বিদেশে চাকরির নাম করে নেপাল থেকে এই তরুণীদের সীমান্ত দিয়ে এনে শিলিগুড়ি নিয়ে গিয়ে জাল ভোটার, আধার ও পাসপোর্ট করে বিদেশে পাচার করছিল এই চক্র। ধৃতদের শুক্রবার রাতেই খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

বক্সার জঙ্গলে নদীর ধার থেকে উদ্ধার হাতির দেহ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্তের কাছে বক্সার জঙ্গল লাগোয়া কালচিনি ব্লকের দলবদল বসতির পানা নদীর ধারে একটি মাদি বুনো হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হল শনিবার সকালে। স্থানীয়রা মাঠের পাশে হাতিটিকে মৃত দেখতে পান। স্থানীয়রা জানান, রাতে একদল হাতি গ্রামের কাছে আনাগোনা করছিল। ভোরবেলা দেখা যায় একটি নদীর কাছে পড়ে। ভোর প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত হাতিটি জীবিত ছিল, বারবার শুঁড় নাড়াচ্ছিল। সেই সময় তার দলবলও কাছাকাছি ছিল। কিছুক্ষণ পর দেখা যায় হাতিটি মারা গিয়েছে। এরপর ওর সঙ্গীরা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। খবর পেয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের বনকর্মী ও আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পে লোডার দিয়ে তুলে পোস্টমর্টেমের জন্য রাজাভাতখাওয়ায় পাঠায়। মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়।

এনজেপি স্টেশনে যাত্রীদুর্ভোগ চরমে, হুঁশ নেই রেলকর্তাদের

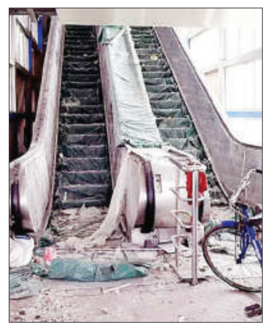

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে বেড়েই চলেছে যাত্রীদুর্ভোগ। অস্বস্তিতে শহরবাসী। একাধারে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে চলছে নতুনভাবে স্টেশনচত্বর তৈরির কাজ। তার জেরে আবর্জনার স্তূপ, লোহালক্কড়ে পরিপূর্ণ স্টেশনের প্রবেশপথ। লিফট আর চলমান সিঁড়িও বন্ধ মাসখানেক। যাত্রীদের দুর্ভোগ দেখেও হুঁশ ফেরেনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের রেলকর্তাদের। স্ক্যানের মেশিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে বছরখানেক আগে। ফলে নিরাপত্তার অভাব। দূরদূরান্ত থেকে আসা যাত্রীরা দুর্ভোগ পেরিয়ে স্টেশনের মূল প্রান্তে আসার পরেও প্রায় তিন কিলোমিটার হেঁটে টোটো বা অটো ধরতে হিমশিম খাচ্ছেন। অনেকেই এনজিপি স্টেশন এড়িয়ে শিলিগুড়ি জংশন বা টাউন স্টেশন থেকে ট্রেন ধরছেন। এক যাত্রীর অভিযোগ, বৃদ্ধা শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে নাজেহাল অবস্থা হয়েছে। এক যাত্রী সম্প্রীতি কুন্ডু জানান, রেলের যা অবস্থা তাতে ভরসা রাখতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসে। স্টেশনে সিঁড়ি ভেঙে ওঠা খুব কষ্টকর। তাই বাসে দক্ষিণবঙ্গে পৌঁছেছেন।

জলপাইগুড়িতে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে ‘প্যান্থার’

সংবাদদাতা • জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে শহরের ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপকে আরও আধুনিক, দ্রুত ও জনমুখী করে তুলতে শনিবার উদ্বোধন হল ‘প্যান্থার’ নামে এক বিশেষ ট্র্যাফিক পেট্রোল মোটরবাইক ইউনিটের। জেলার বিভিন্ন ট্র্যাফিক গার্ডকে ১০টি আধুনিক মোটরবাইক দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিট চালু হওয়ায় দুর্ঘটনাপ্রবণ ও ভিড়পূর্ণ এলাকায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া, মোড়ে গতি নিয়ন্ত্রণ এবং যানচলাচলে শৃঙ্খলতা বজায় রাখা আরও সহজ হবে। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার খাণ্ডবাহালে উমেশ গণপত। তিনি বলেন, পথনিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দায়িত্বকে আরও শক্তিশালী করতে এই উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য জুড়ে সড়ক নিরাপত্তায় যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তারই অঙ্গ এই ইউনিট। সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) শৌভনিক মুখোপাধ্যায়, ডিএসপি (ট্রাফিক) অরিন্দম পালচৌধুরি, ডিএসপি (সদর) পার্থকুমার সিংহ, ডিএসপি (সার্কিট বেঞ্চ) রাজু সিলভেস্টার ছেত্রী ও ডিএসপি (ডিইবি) অভিজিৎ সরকার প্রমুখ।

বিশ্ব অঙ্গদান দিবস উপলক্ষে শনিবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ থেকে মানুষকে সজাগ করতে সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন হয়। ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ চিকিৎসক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা

দিঘায় পর্যটকদের সুবিধার্থে আজ প্রকাশ হোটেল সংস্থার ট্যুরিস্ট গাইড

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● দিঘা

দিঘায় জগন্নাথধাম উদ্বোধনের পর থেকেই পর্যটকদের ঢল নেমেছে। এবার দিঘায় আসা পর্যটকদের সুবিধার্থে হোটেল দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আনা হচ্ছে ট্যুরিস্ট গাইড বুক। আজ, রবিবার দিঘায় দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৩৪তম সাধারণ সভায় এই গাইড বুক প্রকাশ করবেন দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রশাসক স্থানীয় বিডিও। এই গাইড বুকে দিঘার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটির উল্লেখ থাকবে। এছাড়াও হোটেলের কালোবাজারি রুখতে দিঘা এবং শংকরপুর এলাকার সমস্ত হোটেলের ফোন নম্বর এবং ভাড়ার তালিকাও দেওয়া থাকবে এই গাইড বুকে। সেখানে সরাসরি হোটেলের নাম্বারে ফোন করে রুম বুক করতে পারবেন পর্যটকেরা। এছাড়াও কোনওভাবে যদি পর্যটকদের কাছ থেকে রুমের জন্য অতিরিক্ত

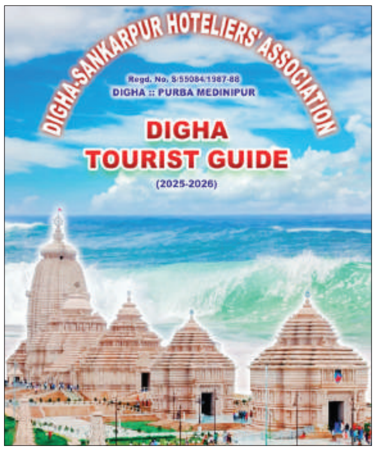

ভাড়া নেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের কাছে কীভাবে পর্যটকেরা অভিযোগ জানাবেন তাও বিস্তারিত দেওয়া থাকবে। পর্যটকেরা এই গাইড বুক হোটেল কিংবা হোটেল সংগঠন থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, দিঘায় জগন্নাথধামের উদ্বোধনের পর থেকেই হোটেলের ঘর নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ উঠছিল প্রতিনিয়ত। সেই কালোবাজারি রুখতে হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও। এরপর থেকে ভাড়ার তালিকা হোটেলের সামনে টানানোর নির্দেশ দেওয়া হয় ডিএসডিএর তরফে। সম্প্রতি বিধানসভার ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি দিঘার হোটেল মালিক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেও কালোবাজারি রুখতে কড়া নির্দেশ দেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। হোটেল ভাড়ায় স্বচ্ছতা আনতে ট্যুরিস্ট গাইড বুক প্রকাশের কথাও জানানো হয়। অগাস্টের মধ্যে একটি নতুন ওয়েবসাইটও চালু করা হবে। সেখানেও ভাড়ার তালিকা দেওয়া থাকবে। দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত পাত্র বলেন, হোটেলে কালোবাজারি রুখতে পর্যটকদের জন্য আমরা এই গাইড বুক প্রকাশ করব।

গুজরাতে বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থা হয়ে ফেরা পরিযায়ীদের পাশে তৃণমূল নেতৃত্ব

সংবাদদাতা, পিংলা : কয়েকদিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক গুজরাতের সুরাতে একটি কোম্পানির কাজে গিয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থা হন। তাঁদের মারধর করে থানায় নিয়ে যায় গুজরাত পুলিশ। এই রাজ্যের টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে ছাড়া পান তাঁরা। দুদিন আগেই তাঁরা বাড়ি ফেরায় স্বস্তি এসেছে পরিবারে। সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন কেলেয়াড়া গ্রামে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল নেতা মানিক খান, এলাকার নেতৃত্ব শেখ তফেজ্জল-সহ অন্যরা। শ্রমিকদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তাঁরা।

জল নামলেও ডুবে রয়েছে একাধিক সেতু

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: শুক্রবার থেকে বৃষ্টি কম হওয়ায় জল কমতে শুরু করেছে বাঁকুড়ার সব নদীতেই। কিন্তু এখনও দ্বারকেশ্বর নদের জলে ডুবে রয়েছে একাধিক সেতু। ভাদুল ও মীনাপুর সেতু দিয়ে পারাপার বন্ধ থাকলেও শনিবার সকাল থেকে কেঞ্জাকুড়ার ডুবন্ত সেতু দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলছে পারাপার। গত বুধবার থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত জেলায় লাগাতার বৃষ্টি হয়েছে। সেই বৃষ্টিতে ফুঁসতে শুরু করে বাঁকুড়ার গন্ধেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, শালী-সহ বিভিন্ন নদী। জলের তলায় চলে যায় বেশ কয়েকটি সেতু। তবে শুক্রবার দুপুরের পর থেকে জেলায় সেভাবে বৃষ্টি না হওয়ায় ধীরে ধীরে জলস্তর নামতে শুরু করে নদীগুলিতে। কিন্তু তাতেও জলমুক্ত হয়নি সেতুগুলি। দ্বারকেশ্বর নদের উপর থাকা বাঁকুড়ার ভাদুল ও মীনাপুর সেতুর উপর দিয়ে এখনও কোমর সমান জল বইতে থাকায় ওই সেতুগুলি দিয়ে যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। তবে সকালে জলস্তর কিছুটা নামায় দ্বারকেশ্বরের জলে ডুবে থাকা কেঞ্জাকুড়া সেতু দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই পারাপার শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় দু'পাড়ের মানুষের কাজকর্ম থমকে ছিল। তাই সেতুর উপর জল কিছুটা কমতেই তাঁরা ঝুঁকি নিয়েও পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ছাত্ররাই সুস্থ রাজনীতির ভবিষ্যৎ পুরুলিয়ার প্রস্তুতি সভায় তৃণাঙ্কুর

■ মঞ্চে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ জেলা নেতৃত্ব।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বিভাজন নয়, ঐক্য। আগামী দিনে বাংলার ছাত্রদের হাত ধরেই দেশে যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে। সেই ভবিতব্যের পথ সুগম করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ মেনে পথ চলতে হবে ছাত্রদের। শনিবার পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সভাঘরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রস্তুতিসভায় এভাবেই ছাত্রদের রাজনীতির দিক নির্দেশ করে দেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যান অর্ঘ ঘোষ। সভায় ছিলেন জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান শান্তিরাম মাহাত, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, সহ-সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হংসেশ্বর মাহাত, সুষেণ মাঝি প্রমুখ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি কিরীটী আচার্য বলেন, আগামী ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। এবার দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটিই শেষ প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ। ছাত্রদের মধ্যেই রয়েছে নতুন ভোটার। তাদের সচেতন থেকে ভোটে প্রচারে নামতে হবে। তাই প্রস্তুতিসভা থেকে সকলকে প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করা হয়। তৃণাঙ্কুর বলেন, ছাত্রসমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটি শ্রেণি সক্রিয়। তাদের ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। চোখের মণির মতো গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কীভাবে ছাত্ররা তৃণমূলকে এগিয়ে নিতে পারবে তার ব্যাখ্যা করেন তিনি।

শুরু বিধায়কের উদ্যোগে ৪র্থ সঙ্গীতমেলা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : শনিবার শুরু হল ১০ দিনের সঙ্গীতমেলা। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে এই বছর সঙ্গীতমেলার চতুর্থবর্ষে পড়েছে। বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে মেলার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত শিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী। ছিলেন জেলা প্রশাসন-সহ বহু বিশিষ্টজন। বিধায়ক জানান, বর্ধমানের খ্যাতনামা শিল্পী সব্যসাচী সরখেল, শ্যামল রায়, প্রসেনজিৎ পোদ্দার এবং তাপস মিত্রকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ৬২০ জন শিল্পীর মধ্যে ১৭০ জনকে অডিশনের মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে। এঁরা ৯ দিন ধরে তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরবেন। থাকবেন খ্যাতনামা শিল্পীরাও।

সামনেই রাখি, ব্যস্ত রাখিপাড়ার মহিলা শিল্পীরা

■ সবংয়ের রাখিপাড়ায় ব্যস্ত শিল্পী।

মৌসুমী হাইত ● সবং

মাঝে মাত্র ক'টা দিন। তারপরেই রাখিপূর্ণিমা। তাই চরম ব্যস্ততা চলছে সবংয়ের কুচাইপুরের রাখিশিল্পীদের। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাখির কাজ করেই স্বনির্ভর হয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের কুচাইপুর গ্রামের প্রায় ৪০টি পরিবারের মহিলারা বাড়ির কাজের পাশাপাশি তাঁরা রাখি তৈরি করে স্বনির্ভর হয়েছেন। ধরেছেন সংসারের হাল। ওই এলাকারই এক ব্যবসায়ী কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় রাখির অর্ডার নেন। নিজেই কাঁচামাল দেন। পারিশ্রমিক দিয়ে রাখি তৈরি করিয়ে নিজেই কিনে নিয়ে বাইরে বিক্রির জন্য সেগুলি পাঠিয়ে দেন। কটা দিন পরেই রাখিপূর্ণিমা। তাই এখন চরম ব্যস্ততা রাখিপাড়ায়। প্রত্যেকটি বাড়িতে কার্যত নাওয়া-খাওয়া ভুলে বিভিন্ন ডিজাইনের ফুল, পাতা, পুঁতি, গহনা ইত্যাদি দিয়ে রাখি তৈরি হচ্ছে।

আমার পাড়া শিবিরে ডিএম

■ শিবিরে জেলাশাসক ও এসপি।

সংবাদদাতা, শালবনি : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ফের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল প্রশাসনিক পরিষেবা। 'দুয়ারে সরকার'-এর প্রভূত সাফল্যের পর এবার রাজ্য জুড়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির মাধ্যমে বুথস্তরে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করা শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, নাগরিকদের ছোটখাটো সমস্যার দ্রুত এবং কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বুথ স্তরে সাধারণ মানুষ নিজেদের এলাকার সমস্যা নিয়ে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন। অন্যান্য জেলার মতো শনিবার এই কর্মসূচি শুরু হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেও। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি এবং জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার শালবনি ব্লকের কানাইলাল প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় এই কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিডিও-সহ জেলা প্রশাসনের কর্তারা। কর্মসূচি পরিদর্শনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন জেলাশাসক। আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি।

তমলুক জেলা তৃণমূলের নতুন চেয়ারম্যান অসিত

সংবাদদাতা, তমলুক : বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের বদল হল জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান। মাসখানেক আগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদে বদল আনা হয়। তখন তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পদ থেকে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে সুজিত রায়কে সভাপতি এবং দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়কে চেয়ারম্যান করা হয়। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় হন রাজ্য সম্পাদক। শনিবার ফের দলের তরফে থেকে তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা হল প্রাক্তন জেলা সভাপতি অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে এই বদল বলে জানা গিয়েছে। অসিতবাবু বলেন, দল আমাকে যা নির্দেশ দেবে আমি তা পালন করব।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
3 August, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

নিজেদের পঞ্চায়েত এলাকার সমবায়ে ধরাশায়ী বিজেপি, বড় জয় তৃণমূলের

রামনগর

■ সমবায় জয়ের পর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিজয়োল্লাস।

সংবাদদাতা, রামনগর : বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এবার সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয় হল। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর ২ ব্লক এলাকায় উত্তর কচুয়া শীতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ডেলিগেটস নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। এই সমবায়ে মোট আসন ৬৫টির মধ্যে তৃণমূল পায় ৫৪টি। বাকি ১১টি বিজেপি। তৃণমূলের জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। বছরখানেক আগে এই সমবায়ের মেয়াদ শেষ হয়। মাসখানেক আগে নির্বাচন ঘোষণা হতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়ে বিজেপি। তবে মনোনয়ন পর্বেই তিনটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। শনিবার বাকি ৬২টি আসনের নির্বাচনে দল পায় ৫১টি আসন। এই সমবায়ের মোট ভোটার ১৫৫৫। যার মধ্যে ভোট পড়ে ১২৭৬টি। এই সমবায় যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেই বাদলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে বিজেপির দখলে। সেখানেই তৃণমূলের এই বিপুল জয়ে বাড়তি অক্সিজেন পেলেন নেতারা। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান স্থানীয় বিধায়ক অখিল গিরি, যুব তৃণমূল নেতা তথা কাঁথির পুরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি, ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি অনুপ মাইতি, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি অমিয় প্রধান-সহ অন্যরা। সুপ্রকাশ জানান, মানুষ বিজেপির ওপর সন্তুষ্ট নন। তাঁরা বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তৃণমূল প্রার্থীদের দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন। তাই বিজেপির পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীদের এই বিপুল জয়।

গদ্দার-ঘনিষ্ঠের গুন্ডামি পথে বিধায়ক, ধৃত ২৬

■ নোংরামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় পুরপ্রধান ও পুরকর্মীকে ঘিরে মারধর দলবল-সহ বিজেপির যুব নেতার। সিউড়িতে, শনিবার।

সংবাদদাতা, সিউড়ি : মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করায় বিজেপির নোংরামোর বিরুদ্ধে পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন বিকাশ রায়চৌধুরী। বিজেপির বিক্ষোভ-মিছিল থেকে গদ্দার-ঘনিষ্ঠ যুব মোর্চার নেতার অসভ্যতার প্রতিবাদ করে বিজেপি কর্মীদের হাতে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হন সিউড়ির পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরে বেশ কিছু দাবি নিয়ে ওই বিজেপি নেতা ধ্রুব সাহার নেতৃত্বে কয়েকজন বিজেপি কর্মী সিউড়ি প্রশাসন ভবন সংলগ্ন এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে কালি মাখিয়ে দেয়। সামান্য দূরেই পুরসভায় কাজে ব্যস্ত থাকা পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বিজেপির এই অসভ্যতার কথা জানতে পেরেই ঘটনাস্থলে এসে প্রতিবাদ করেন। পুরপ্রধানকে ঘিরে ধরে হেনস্থা করে বিজেপির দুষ্কৃতীরা। এক পুরকর্মীর মুখ মেরে ফাটিয়ে দেয়। দলীয় কর্মীদের নিগ্রহের খবর পেয়ে সমস্ত কাজ ছেড়ে রাস্তায় নামেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। কেন মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করা হল এই দাবিতে শহর জুড়ে প্রতিবাদ-মিছিল করে তৃণমূল। বিকাশবাবু বলেন, এর আগেও শহর জুড়ে বিজেপি এই ধরনের অসভ্যতা করেছে। অথচ সিউড়ি থানার আইসিকে অভিযোগ জানিয়েও সদর্থক ভূমিকা দেখা যায়নি তাঁর। সেদিন সিউড়ি থানার পুলিশ ব্যবস্থা নিলে আজ এই ধরনের অসভ্যতা করার সাহস হত না বর্বর বিজেপি কর্মীদের। পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিধায়ক বলেন, যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করেছেন তাঁদের গ্রেফতার না করা হলে তৃণমূল রাস্তায় নেমে বৃহত্তর আন্দোলন করবে। ইতিমধ্যে সিউড়ি থানায় বিজেপি নেতা ধ্রুব সাহা এবং যে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নোংরা করেছে সেই সমরেশ ঘোষ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পুরপ্রধান। বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানান, এই ঘটনায় ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাংলাভাষীদের হেনস্থায় পথে তৃণমূল

■ শনিবার গাইঘাটা পশ্চিম ব্লক আইএনটিটিইউসি-র প্রতিবাদ মিছিলে রাজ্যসভার সাংসদ ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান মমতা ঠাকুর, নারায়ণ ঘোষ, নরোত্তম বিশ্বাস, অধীর দাস প্রমুখ।

■ নাদনঘাটে খরস গ্রামে প্রতিবাদ সভায় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, ব্লক সভাপতি রাজকুমার পাণ্ডে-সহ অন্যরা।

তমলুকে আমার পাড়া শিবিরে প্রথম দিনেই ৮১৪ স্কিম অন্তর্ভুক্ত

সংবাদদাতা, তমলুক : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো শনিবার থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'। প্রথম দিনেই ব্যাপক সাড়া মিলল পূর্ব মেদিনীপুরে। জেলার ২৫টি ব্লক এবং ৫টি পুর এলাকায় মোট ২৯টি শিবির হয়। সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত মোট ৮১৪টি স্কিম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, এর মধ্যে সবথেকে বেশি স্কিম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তমলুক ব্লকে। তমলুক ব্লকের বিডিও অফিসের শিবিরে ৬৮টি স্কিম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরপরেই রয়েছে কোলাঘাট ব্লক। সেখানে ৬৫টি স্কিম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই এই সমস্ত শিবিরেলাইন দিয়ে মানুষ ভিড় জমান। প্রশাসন কর্তাদের উপস্থিতিতে এলাকার মানুষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং তার সমাধান করা হয়। প্রতি বুথের জন্য ১০ লক্ষ টাকায় কোন বুথে রাস্তা খারাপ এবং কোন বুথে কী কী দরকার তা নিয়ে আলোচনা হয় শিবিরে। পূর্ব মেদিনীপুরে মোট বুথের সংখ্যা ৪৪২০। এর জন্য প্রায় সাড়ে ১৪০০ শিবির করা হবে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্লকের বিডিওদের তরফে ২২০০ বুথের জন্য মোট ৭৪৭টি শিবিরের তালিকা জমা পড়েছে। আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যে আরও প্রায় ৭০০ শিবির হবে। শনিবার সকালে খেজুরি, পটাশপুরে শিবির পরিদর্শনে যান জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক। মহিষাদলের কুমুদিনী ডাকুয়া মুক্তমঞ্চের শিবিরে ছিলেন বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, বিডিও বরুণাশিস সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস-সহ অন্যরা।

ওয়ারিশন সার্টিফিকেট জাল করে গ্রেফতার

সংবাদদাতা, কোতুলপুর : লাউগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জাল ওয়ারিশান সার্টিফিকেট তৈরি করার অভিযোগে আমদ কলোনি এলাকার শংকর সন্ন্যাসীকে গ্রেফতার করল কোতুলপুর থানার পুলিশ। এই বিষয়ে লাউগ্রামের পঞ্চায়েতের প্রধান বৈশাখী ঘোষ কোতুলপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে জানান, পঞ্চায়েতের ওয়ারিশন সার্টিফিকেটে প্রধানের জাল স্বাক্ষর ও ডকুমেন্ট তৈরি করে একজন তা ব্যবহার করছেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে কোতুলপুর থানার পুলিশ। তদন্তের ভিত্তিতে শংকর সন্ন্যাসীকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত নিজের স্বার্থে জাল কাগজপত্র তৈরি করেছিল এবং তা সরকারি কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করছিল। শনিবার ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করি এবং প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আরও তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই ধরনের জালিয়াতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

বাউলগানে শুরু হওয়া পাড়া কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া শান্তিপুরে

সংবাদদাতা, নদিয়া : মানুষকে বিভিন্ন সরকারি কাজের পরিষেবা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর নতুন প্রকল্প আমার পাড়া আমার সমাধান। এই প্রকল্পে প্রতিটি বুথের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। বাংলার ৮০ হাজারের বেশি বুথে চলবে এই কর্মসূচি। সাধারণ মানুষের জন্য দুয়ারে সরকারের তিনটি বুথ নিয়ে একটি করে ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার প্রথম দিন থেকেই আমার পাড়া আমার সমাধান ক্যাম্পে মানুষের উচ্ছ্বাস প্রমাণ করে দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শিতা। শান্তিপুরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ ব্যাপকভাবে সাড়া দিলেন। উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুরের চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ ও কাউন্সিলর শুভজিৎ দে। কর্মসূচিকে আকর্ষণীয় করে তুললেন স্থানীয় বাউলশিল্পীরা তাঁদের বাউলগানে। পুরপ্রধান বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাবনাকে কুর্নিশ। সাধারণ মানুষ এবার পাড়া থেকেই নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবেন। সমস্যা সমাধানের এ এক নতুন দিগন্ত।

■ আমার পাড়া শিবিরের গান গেয়ে সূচনা বাউলশিল্পীদের।

অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে জম্মু-কাশ্মীরে একের পর এক অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা। ‘অপারেশন মহাদেবে’র পর এবার কুলগামে ‘অপারেশন অখল’ চলাকালীন শনিবার সকালে এক জঙ্গি নিকেশের খবর মিলেছে

মোদিরাজ্যে নারীসুরক্ষার গ্যারান্টি নেই

নারীবিদ্বেষী বিজ্ঞাপন ট্র্যাফিক পুলিশের, নিন্দার ঝড়

প্রতিবেদন: ‘লেট-নাইট পার্টিতে যাওয়া মানেই আপনি ধর্ষণ বা গণধর্ষণকে আমন্ত্রণ করছেন! আপনার বন্ধুকে নিয়ে কোনও অন্ধকার, নির্জন জায়গায় যাবেন না। কী হবে তারপর যদি গণধর্ষণ হয়?’ ২০২৫ সালে এসে নারীসুরক্ষার নামে এই ভয়ংকর পশ্চাদপদ ও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ এই বিজ্ঞাপনে। আরও বিস্ময়কর ঘটনা হল চরম নারীবিদ্বেষী এই মানসিকতার বিজ্ঞাপন দিয়েছে সরকারি দফতর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্য, বিজেপি শাসিত গুজরাতেই এমন আজব সরকারি বিজ্ঞাপন! যা গোটা দেশের সামনে একদিকে যেমন প্রমাণ করছে বিজেপি রাজ্যগুলিতে নারীদের নিরাপত্তা নেই, অন্যদিকে তুলে ধরছে এই দলের নারীবিদ্বেষী, মনুবাদী ভাবনার নমুনা।

গুজরাতের আমেদাবাদে সিটি পুলিশের উদ্যোগে এই কুৎসিত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে। গুজরাতি ভাষায় লেখা এই বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যেই বিতর্কের কেন্দ্রে। বিজেপি রাজ্যের সাধারণ নাগরিকরাই এ নিয়ে ক্ষোভ উগরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। রাজনৈতিক দল, সমাজকর্মীদের পাশাপাশি আমজনতার অভিযোগ, বিজ্ঞাপনের ভাষাই বুঝিয়ে দিচ্ছে পরিকল্পিতভাবে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে প্রশাসন। একশ্রেণির হুলিগানকে প্ররোচিত করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশের বিচারবোধ এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও বহু মানুষ প্রশ্ন তুলছেন। গুজরাত পুলিশের নারীবিদ্বেষী ও অবাস্তব বিজ্ঞাপনের তীব্র নিন্দা করার পাশাপাশি গুজরাতের মতো বিজেপি রাজ্যগুলিতে নারীসুরক্ষার যে ন্যূনতম নিশ্চয়তা নেই তা উল্লেখ করে মোদির দল ও প্রশাসনের কড়া সমালোচনা করেছে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

গুজরাতের সোলা, চাঁন্দলোদিয়ার মতো একাধিক এলাকায় রাস্তার ডিভাইডারে ট্রাফিক পুলিশের এই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। সতর্কতা নাম দিয়ে অবাস্তব ও বিদ্বেষমূলক বিজ্ঞাপনের অনুমোদন যে প্রশাসনের শীর্ষমহল থেকেই এসেছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন ডিসিপি-ট্রাফিক ওয়েস্ট নীতা দেশাই, এসিপি-ট্রাফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শৈলেশ মোদি। তাঁদের সাফাই, ট্রাফিক সচেতনতার অংশ হিসাবেই এই বিজ্ঞাপন। প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়েই যে তা করা হয়েছে তাও মেনে নিয়েছেন তাঁরা। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজরাত প্রশাসনের এই বিজ্ঞাপন ভাইরাল হতেই তুমুল সমালোচনা শুরু হয় সর্বস্তরে। বিজ্ঞাপনের বয়ান নিয়ে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে না পেরে শেষমেশ নিজেদের প্রশাসনিক উদ্যোগ থেকেই দূরত্ব তৈরি করেছেন প্রশাসনিক কর্তারা। শুরু হয়েছে দায় ঠেলাঠেলি। আর গোটা ঘটনায় ফের স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে মোদিরাজ্যে নারীসুরক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারছে না খোদ সরকারই! তুঘলকি ফতোয়াই ভরসা প্রশাসনের।

সমালোচনায় সরব তৃণমূল

প্রতিবেদন: নারীসুরক্ষায় ব্যর্থ বিজেপির গুজরাত। তা চাপা দিতে এবার মনুবাদী ভাবনায় মহিলাদেরই ঘরবন্দি হওয়ার বার্তা প্রশাসনের। এর তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, ‘ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচতে ঘরে থাকুন! বিজেপি-শাসিত গুজরাতে এখন মহিলাদের সুরক্ষা মানে রাস্তায় বিশাল পোস্টার, যেখানে ধর্ষণের জন্য পরোক্ষভাবে মেয়েদেরই দায়ী করা হচ্ছে, বাড়ি থেকে না বেরোনোর নিদান দেওয়া হচ্ছে!

নারীদের প্রতি বিজেপির কুৎসিত মানসিকতার পরিচায়ক এই পোস্টার। এটাই তো মোদিজির গুজরাত মডেল! বিজেপি রাজ্যে মেয়েদের সুরক্ষার চেয়ে ভয় দেখানোই বেশি সহজ।

নরেন্দ্র মোদি ধর্ষকদের পাকড়াও করে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে, তাদের রক্ষা করে সম্মান জানান। এই সমাজবিরোধী দলটায় মানবিকতা বলে কিছু নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন, এই খবর যদি সত্যি হয় তাহলে শুধু এটা গুজরাত পুলিশের ব্যর্থতা নয়, মহিলাদের সম্পর্কে এটা বিজেপি এবং তাদের সরকারের প্রশাসনের প্রতি ভ্রান্তনীতি ও ভ্রান্তবার্তা। তারা মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। সেই কারণে তাদের মতে মহিলাদের বাড়িতে থাকাই ভাল!

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়ার নাতি প্রজ্বলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল কোর্ট

ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত, কারাবাসের সঙ্গে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা

প্রতিবেদন: দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়ার নাতি ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা পেলেন আদালতে। জেডিএস নেতা, লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ প্রজ্বল রেভান্নাকে ধর্ষণ মামলায় শনিবার বেঙ্গালুরুর বিশেষ আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। শুক্রবারই তিনি ধর্ষণ মামলায় দোষী প্রমাণিত হন। যাবজ্জীবন সাজার পাশাপাশি আদালত তাঁর উপর ১০ লক্ষ টাকা জরিমানাও চাপিয়েছে।

কর্নাটকের হাসন জেলায় দেবেগৌড়ার নাতির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া তিনটি ধর্ষণ মামলার মধ্যে এটি একটি। প্রজ্বল হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়ার নাতি, কর্নাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী এইচডি রেভান্নার পুত্র এবং মোদি সরকারের মন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামীর ভাইপো। মামলার অভিযোগে বলা হয়, প্রজ্বল পারিবারিক মালিকানাধীন একটি ফার্মহাউসে নিজের সামাজিক ক্ষমতা জাহির করে এক মধ্যবয়সি গৃহকর্মীকে ধর্ষণ করেন। অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় তাঁকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(২)(ক) ধারায় অভিযুক্ত করা হয়, যা ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটিয়ে ধর্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর পাশাপাশি যৌন হয়রানি ও ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও আনা হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নাতির বিরুদ্ধে। এমপি ও এমএলএদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ আদালতের বিচারক সন্তোষ গজানন ভাট শনিবার রায়ে প্রজ্বলকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। এর আগের দিন শুক্রবার আদালত ৩৪ বছর বয়সি প্রজ্বলকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং শাস্তি ঘোষণা শনিবারের জন্য স্থগিত রাখা হয়। হাসনের প্রাক্তন সাংসদ ৩১ মে ২০২৪ থেকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। ওইদিন তিনি জার্মানি থেকে দেশে ফেরার পর গ্রেফতার হন। তাঁর দেশত্যাগের কারণ ছিল একাধিক নারীর উপর যৌন নির্যাতনের কাণ্ড ফাঁস হওয়া, যেগুলি ছিল তাঁর নিজের মোবাইল ফোনে রেকর্ড করা ভিডিওতেই। এই ভিডিওগুলি গত লোকসভা নির্বাচনের কয়েকদিন আগেই ফাঁস হয়। প্রজ্বল সেখানে জেডিএস-বিজেপি জোটের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। ঘটনার তদন্তে কর্নাটক পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ করে শক্তিশালী চার্জশিট গঠন করে। ভিডিও ফুটেজ ছাড়াও ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তদন্তে বড় অগ্রগতি হয়। নির্যাতিতা যে পোশাকটি ঘটনার দিন পরেছিলেন, তাতে পাওয়া লোম ও শারীরবৃত্তীয় তরলের নমুনার সঙ্গে প্রজ্বলের ডিএনএ মিলে যায়। ২০২৪ সালের ২ মে নির্যাতিতার মৌখিক জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়, এবং ৮ মে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। নির্যাতিতা জানান, তাঁকে মাইসুরুর কাছে একটি ফার্মহাউসে আটকে রাখা হয়েছিল, যেখানে ফাঁস হওয়া ভিডিওগুলির একটিতে তাঁকে চিহ্নিত করা যায়। এসআইটি গত ডিসেম্বরে ১,৬৩২ পাতার বিশাল চার্জশিট জমা দেয়, যেখানে ১১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য সংযোজিত হয়। ২০২৫ সালের ৩ এপ্রিল অভিযোগ গঠন করা হয়, এবং বিচার প্রক্রিয়া শেষ হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণার মাধ্যমে।

এই ধর্ষণ মামলাটি জনসমক্ষে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রজ্বলের প্রাক্তন চালক কার্তিক এন (৩৪)। তিনি আদালতে জানান, প্রজ্বলের ফোনে তিনি প্রায় ২,০০০ অশ্লীল ছবি এবং ৪০-৫০টি যৌন কাণ্ডের ভিডিও পান। এই আবিষ্কারের পরেই প্রজ্বলের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যৌন নির্যাতনের তথ্য প্রকাশ পেতে শুরু করে।

লোকসভা ভোটে রিগিং হয়েছে বলেই মোদি জিতেছেন

কমিশনকে দুষে দাবি রাহুলের

প্রতিবেদন: গত লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং হয়েছিল। রিগিং না করা হলে মোদিজি জিততে পারতেন না। শনিবার কংগ্রেসের বার্ষিক লিগ্যাল কনক্লেভে এমনই বিস্ফোরক দাবি করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে ‘মৃত’ বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন চালাকি করে বিজেপিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন রাহুল। আগেও ইভিএম হ্যাকিংয়ের অভিযোগে সরব হয়েছিল কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। এদিন রাহুল বলেন, লোকসভা নির্বাচনে কীভাবে রিগিং হয়েছিল, তা নিয়ে দ্রুত নিশ্চিত প্রমাণ দেব আমরা। পাশাপাশি ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, ভারতের নির্বাচন কমিশন মৃত। মোদি আজ প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন খুবই কম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। যদি ১৫টা আসন রিগিং করা না হত, তাহলে মোদিজি জয়ী হতেন না। এর আগে শুক্রবার সংসদের বাইরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছিলেন রাহুল। কমিশনে কাজ করা ব্যক্তিদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, আপনারা ভারতের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। এটা বিশ্বাসঘাতকতার থেকে কম কিছু নয়। যেখানেই থাকুন না, অবসরপ্রাপ্ত হলেও পরে খুঁজে বের করবই।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ছাত্রনেতা আলম আপু গ্রেফতার। এই গ্রেফতারি এমন এক সময়ে হল যখন শেখ হাসিনার সরকারের পতনের এক বছর পূর্তির আর মাত্র দু'দিন বাকি

নিউক্লিয়ার সাবমেরিন: তরজায় জড়িয়ে মার্কিন-রুশ বাক্‌যুদ্ধ

প্রতিবেদন : ফের দ্বন্দ্বে জড়াল ট্রাম্প ও পুতিনের দেশ। এবার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা জাহির করতে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন নিয়ে তরজা শুরু করেছে বিশ্বের দুই মহা শক্তিধর দেশ। ভারতকে রাশিয়ার তেল আমদানি নিয়ে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর আরও একধাপ সুর চড়ালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর নির্দেশে রাশিয়াকে ঘিরে ফেলতে মোতায়েন করা হচ্ছে দুটি পারমাণবিক সাবমেরিন। তবে এগুলি ঠিক কোথায় মোতায়েন করা হবে, তা প্রকাশ করা হয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সাবমেরিন বসানোর কথা

জানান। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তথা রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দিমিত্রি মেদভেদেভের উপর ট্রাম্প বেজায় ক্ষুব্ধ। আর তারপরই নাকি পারমাণবিক সাবমেরিন বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিকে প্রতিক্রিয়া দিতে দেরি করেনি ভ্লাদিমির পুতিনের দেশও। মস্কোর বার্তা, জলপথে আমেরিকার দু'টি রণতরীকে রুখতে যথেষ্ট সংখ্যক পরমাণু অস্ত্রবাহী ডুবোজাহাজ রয়েছে রাশিয়ার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পর এভাবেই পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানাল রাশিয়া। এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন সেদেশের পার্লামেন্ট ডুমার সদস্য ভিক্টর ভোডোলাটস্কি। রাশিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা 'তাস'-কে তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন মহাসাগরে আমেরিকার তুলনায় অনেক বেশি পরমাণু অস্ত্রবাহী ডুবোজাহাজ রয়েছে রাশিয়ার। সব মিলিয়ে, দু-দেশের বাক্‌যুদ্ধ চরমে

নিজের নাম বাদের অভিযোগ তেজস্বীর

প্রতিবেদন: যে এসআইআর নিয়ে দেশ জুড়ে বিতর্ক, বিহারের সেই বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায় আজবকাণ্ড! ভোটার তালিকায় নাম নেই আরজেডি নেতা তথা বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের! শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই অভিযোগ করেন স্বয়ং লালুপুত্র। প্রশ্ন তোলেন, নাম বাদ গেলে ভোটে লড়ব কী করে? যদিও পরে সেই অভিযোগ অস্বীকার করে নির্বাচন কমিশন। তাদের দাবি, ৪১৬ নম্বরে নাম আছে তেজস্বীর। সম্ভবত যে তালিকা দেখার কথা তা দেখেননি আরজেডি নেতা।

সামনেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শুক্রবার সংশোধিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। ৬৫ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। শনিবার তেজস্বী যাদব দাবি করেছেন, তালিকায় তাঁর নামই না কি অনুপস্থিত! এই বিষয়ে নথিও দেখান তিনি। তেজস্বীর দাবি, যথাযথ নথিপত্র জমা দিয়ে বিএলওর কাছে গিয়ে ফর্ম ফিলআপ করার পরেও তাঁর নাম সংশোধিত ভোটার তালিকার খসড়া থেকে বাদ পড়েছে। নিজের ফোনে নথি দেখিয়ে তেজস্বীর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ইলেকটোরাল রোলে তাঁর এপিক

পাল্টা সাফাই দিল কমিশনও

নম্বরে তাঁর নাম দেখা যাচ্ছে না। এর পরেই মোক্ষম প্রশ্ন ছুঁড়ে তেজস্বী বলেন, ভোটার তালিকায় আমার নাম না থাকলে কী করে ভোটে লড়ব? তেজস্বীর তোপ, খসড়া থেকে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। অর্থাৎ বিহারের মোট ভোটারের ৮.৫ শতাংশ বাদ। কমিশনের তালিকায় ভোটারের ঠিকানা, বুথ নম্বর, এপিক নম্বর— কিছুই নেই বলে অভিযোগ। ফলে কার নাম বাদ পড়েছে সেটা ধরার কোনও উপায় নেই।

তেজস্বীর অভিযোগকে সমর্থন জানিয়ে এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে তুলোধোনা করেন তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। অভিযোগ করেন, বিজেপির হয়ে চক্রান্ত করছে কমিশন। নাম যদি ভোটার তালিকাতেই না থাকে তাহলে তো নির্বাচনে লড়তে পারবেন না তেজস্বী। বিরোধীদের ভোটে লড়তে না দেওয়ার ছক কষছে মোদি সরকার। যদিও পরে চাপের মুখে তেজস্বীর নাম রয়েছে এমন একটি নথি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাদের দাবি, হয়তো পুরনো এপিক নম্বর দিয়ে সার্চ করেছেন প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী, সেই কারণে নাম খুঁজে পাননি।

কৃষকের সারের কয়েক কোটি আমলার গাড়ির তেলে খরচ!

প্রতিবেদন: ২০২৪ সালের নভেম্বরে মধ্যপ্রদেশের এক কৃষক সারের অভাবের কারণে মারা গিয়েছেন। এ বছর জুলাই মাসে এক কৃষক পরিবারের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে সার কেনার ধার শোধ করতে না পেরে গোটা পরিবার আত্মঘাতী হয়েছে বলে অভিযোগ। রাজ্য সরকারের যখন ভর্তুকি দিয়ে সার বাজারে এনে কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর কথা, সেই সময়ে কৃষকের সারের জন্য বরাদ্দ টাকা দেদার খরচ করছেন সরকারি আমলারা!

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের। যে রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের কোনও প্রকল্পের অভাব নেই, সেখানে কৃষকদের জন্য বরাদ্দ টাকায় কীভাবে

মধ্যপ্রদেশ

সরকারি গাড়ির তেল ভরা হল, প্রশ্ন ক্যাগের। ডবল ইঞ্জিন মধ্যপ্রদেশে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত কৃষকদের জন্য বরাদ্দ টাকার যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ৯০ শতাংশ টাকা খরচ হয়েছে সরকারি আধিকারিকদের গাড়ি চড়তে। ফার্টিলাইজার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড যাচাই করতে গিয়ে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল-এর হিসাবে ধরা পড়ে এই বিরাট গরমিল। যেখানে দেখা যাচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে এই খাতের টাকার মধ্যে কৃষকদের সহযোগিতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য, প্রশিক্ষণের খাতে খরচ করা হয়েছে মাত্র ৫.১০ লক্ষ টাকা। আর সেখানে বিভিন্ন আমলার গাড়ি চড়া ও গাড়ির চালকের জন্য খরচ হয়েছে ৪.৭৯ কোটি টাকা। ক্যাগের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এফডিএফ ব্যবহার করার কথা কৃষকদের সারের ভর্তুকি, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আর্থিক সহযোগিতা ও কৃষি সমবায়ে ব্যয় করার জন্য। আর মধ্যপ্রদেশে শুধুমাত্র ২০টি গাড়ির পিছনে ব্যয় হয়েছে ২.২৫ কোটি টাকা, যা নেওয়া হয়েছে এই কৃষকদের তহবিল থেকে। তহবিলের টাকা কৃষকদের জন্য খরচ হলে তাদের উপর থেকে ভর্তুকির ১০.৫০ কোটি টাকা আরও বেশি দেওয়া সম্ভব হত। ফলে কৃষকরা সরকারি সারের সুবিধা আরও বেশি পেতেন। সারের অভাবে ছয় বছর ধরে কৃষকদের সমস্যায় পড়তে হত না।

শুরু পাড়ায় সমাধান

(প্রথম পাতার পর)

পরিষেবাও পাওয়া যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের জন্য আমাদের সরকার বুথপিছু ১০ লক্ষ করে টাকা করে মোট ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি দেবে। এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন করেছেন, আমি বাংলার সকল মানুষকে অনুরোধ করব, আপনারা সবাই আপনাদের কাছের ক্যাম্পে যান এবং নিজেদের মতামত দিন। সরকারি আধিকারিকরা আপনাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। আমি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সকল আধিকারিক-সহ সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি নিশ্চিত, সকলের সহযোগিতায় এই প্রকল্পও আমাদের অন্যান্য প্রকল্পের মতো চূড়ান্তভাবে সফল হবে।

বঞ্চনা কেন্দ্রের রিপোর্টেই

(প্রথম পাতার পর)

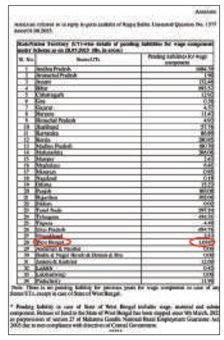

নিজেই স্বীকার করে নিল বাংলাকে বঞ্চনার কথা। রিপোর্ট পেশ করে কেন্দ্র জানিয়ে দিল, একশো দিনের কাজ বা মনরেগা প্রকল্পের অধীনে বাংলার বকেয়া প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা। দেশের মধ্যে সবাধিক বকেয়া বাংলারই। অন্য কোনও রাজ্যের এত টাকা বকেয়া পড়ে নেই। তারপর একশো দিনের কাজে বাংলায় ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এতদিন তথ্য চাপা দিয়ে বাংলাকে অপমান করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি। বাংলার বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত মানুষ ক্ষমা করবে না। একথা যেন বিজেপি মনে রাখে। যথাসময়েই জবাব পাবে বিজেপি।

প্রতিবাদে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস

(প্রথম পাতার পর)

ধরনার নেতৃত্বে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। এদিন দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে ধরনা। আজ, রবিবারও চলবে এই কর্মসূচি। সংগঠনের সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ধরনায় ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, সাংসদ মালা রায়, অর্পিতা ঘোষ, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর ও বরো চেয়ারপার্সন জুঁই বিশ্বাস, রত্না চট্টোপাধ্যায়, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়দর্শিনী হাকিম-সহ অন্যান্য মহিলা নেতৃত্ব ও অসংখ্য কর্মী।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি রাজ্যগুলিতে শুধু বাংলা বলার জন্যই বাংলাদেশি বলে ধরে নিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে! শুধু শারীরিক অত্যাচার নয়, জল-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। তাই এই প্রতিবাদ চলবে। এখন থেকে শুধু বাংলাতেই কথা বলবেন। কেউ ইংরেজি বা অন্য ভাষায় প্রশ্ন করলেও বাংলায় উত্তর দিতে হবে। শশী পাঁজা বলেন, বাংলা তার মায়ের অপমান সহ্য করবে না! একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি, একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে আক্রমণ করে সহজভাবে বলা যে, তুমি বাংলাদেশি! আপনি দেশের নাগরিক, কিন্তু চট করে আপনার নাগরিকত্ব কেড়ে নিল। এটা কতটা অপমানজনক! প্রথমদিনের ধরনাতেই দলের মহিলা কর্মী-সমর্থকদের জোয়ার নামে। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের পাশাপাশি আশপাশের জেলাগুলি থেকেও বিপুলসংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদে শামিল হন। নেত্রীর কথামতোই এখন থেকে লাগাতার, প্রতি শনি-রবিবার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে চলবে ধরনা কর্মসূচি। প্রতি সপ্তাহান্তে ধরনায় নেতৃত্ব দেবে তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসের তিনতলায় চলছে ‘স্বাধীনতার বইপার্বণ’। শুরু হয়েছে ১ অগাস্ট। চলবে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত। দেওয়া হচ্ছে বিশেষ ছাড়। আয়োজনে দীপ প্রকাশন

কলেজ স্ট্রিট

গল্প-উপন্যাসে প্রেম-বিরহ

অনবদ্য দুটি বই। দিব্যেন্দু ঘোষের ‘রমণী গাঁয়ের রূপকথা ও অন্য গল্প’ এবং সুমিতা চক্রবর্তীর ‘যারা বৃষ্টিতে ভেজেনি’। আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

কালিকলম থেকে প্রকাশিত হয়েছে দিব্যেন্দু ঘোষের বই ‘রমণী গাঁয়ের রূপকথা ও অন্য গল্প’। একটি উপন্যাস এবং তিনটি গল্পের সংকলন। শুরুতেই রয়েছে উপন্যাস ‘রমণী গাঁয়ের রূপকথা’। প্রধান চরিত্র মনোজমোহন। তাকে কেউ মনা ডাকে। কেউ ডাকে মন। সে এক হাবাগোবা ছেলে। এই চরিত্র ঘিরেই আবর্তিত একাধিক চরিত্র। লোপা নামের বোষ্টুমী তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় অসাধ্যসাধন করার মন্ত্র। মাঝেমাঝে গর্জন বেরিয়ে আসে হাবাগোবা ছেলেটির ভিতর থেকে। অনেকেই তাকে সমীহ করে। ফুল যেমন আছে, তেমনই আছে কাঁটা। বোষ্টুমী লোপা পুরুষের লালসার শিকার হয়। শেষপর্যন্ত মৃত্যু।

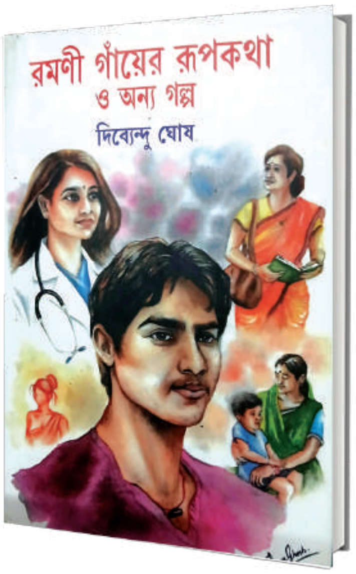

চোখের সামনে বদলে যায় অনেক কিছুই। মনোজমোহনের বড় ভাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরিবারকে ভুলে যায়। ভুলে যায় নিজের প্রেমিকা অনুরাধাকেও। হাবাগোবা মনোজমোহন একদিন পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। মনোজমোহন এবং অনুরাধা পরস্পরের কাছাকাছি আসে। এক হয় দুটি মন এবং শরীর। টানটান কাহিনি। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা এই উপন্যাস জুড়ে রয়েছে নিষিদ্ধ অথচ স্নিগ্ধ প্রেমের আকর্ষণ, যা পাঠককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে রাখে। প্রতিটি চরিত্রই রক্তমাংসের। মনে হয় যেন চারপাশে দেখা মানুষজন। সহজেই চিনে নেওয়া যায়।

এছাড়াও রয়েছে তিনটি প্রেমের গল্প। ‘রঙ্গিনীর তুর্কি নাচন’ গল্পে দেখা মেলে মুখোশধারী মানুষের। শত্রুতা করে বন্ধু। অথচ একটি হিংস্র বন্যপ্রাণী বন্ধুর মতো হয়ে ওঠে। তিন অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর গল্প ‘পল্লবীর প্রতিশোধ’। এই গল্পে বন্ধুতার পাশাপাশি এসেছে দাম্পত্য, শরীর, পরকীয়া। সেইসঙ্গে প্রতিশোধও। আর্ট কলেজের বেহিসাবি জীবন নিয়ে বাঁধা হয়েছে ‘গভীরে যাও’। ন্যুড মডেল ও শিল্পীর সম্পর্কের গল্প। এই গল্পেও শরীর এসেছে তুমুলভাবে। তিনটি গল্পই পড়তে ভাল লাগে। প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ আর্য ঘোষের। দাম ৩০০ টাকা।

বিচিত্রপত্র গ্রন্থন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সুমিতা চক্রবর্তীর বই ‘যারা বৃষ্টিতে ভেজেনি’। উনিশটি ভিন্ন স্বাদের গল্প পরিবেশিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম দিকে কিছু অণুগল্প আছে। বাকি ছোটগল্প। শেষে একটি বড়গল্প। পাঠকমাত্রই জানেন, অণুগল্প সাহিত্যে র এক বিশেষ দিক। এখন মানুষের হাতে সময় কম। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে অণুগল্প যেন বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ এনে দেয়। অনেক বড় বিস্তার, অনেক বড় সম্ভাবনা যেন লুকিয়ে থাকে। প্রচ্ছন্ন হয়ে, সংযত হয়ে। ছোট-ছোট টানটান ঘটনা বা শেষের মোচড় মন ছুঁয়ে যায়। ভাবায়।

আলোচ্য বইয়ের পাতায় পাতায় রয়েছে নানা বিষয়ের গল্প। প্রেম আছে। আছে বিরহও। প্রতিটি চরিত্রই যেন পরাজিত। নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা। কারও সহানুভূতি পায় না। অসম্পূর্ণ জীবন। ঘটে যায় মহতী সম্ভাবনার বিনাশ। সমাজের অবহেলায়, নিষ্ঠুরতায় হারিয়ে যায় নিকষ কালো অন্ধকারে। তারা কোনওদিন ভেজেনি ভালবাসার বৃষ্টিতে। বৃষ্টির অভাবে খুঁজে পায় না জীবনের অর্থ।

প্রথম গল্প ‘পাগলিটা’। এখানে নারী জীবনের গভীর সমস্যার দিক তুলে ধরা হয়েছে। কোনও কোনও সময় মানসিকভাবে সুস্থ এবং মানসিকভাবে অসুস্থ, দুই নারীকে একই বিন্দুতে দাঁড়াতে হয়। তখন একজনের চোখের জলের অনুভূতি টের পায় আরেকজন। ‘কেউ কথা রাখে না’ একটি মেয়ের হারিয়ে যাওয়ার গল্প। পরপর কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় এক নারীর কী ভয়াবহ পরিণতি হয়, দেখিয়েছে ‘একটি হত্যা এবং’ গল্প। কাউকে না পাওয়ার বেদনা ঝরে পড়ে ‘গোপন অধ্যায়’ গল্পে। ‘প্রেমহীন’, ‘দৌড়’, ‘মুক্তি’, ‘সেই মেয়ে’ গল্পগুলো মনকে নিয়ে যায় অন্য জগতে। বড়গল্প ‘হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্র’-ও মন্দ নয়। লেখিকার প্রথম একক বই। বেশ ভাল। যদিও বাক্য আরেকটু আঁটসাঁট, নির্মেদ করা যেত। ভাল হত অতিরিক্ত শব্দ তুলে নিলে। তাহলে গল্পগুলো হয়ে উঠত আরও ঝরঝরে, প্রাণবন্ত। মায়া লেগে রয়েছে স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদে। দাম ২৫০ টাকা।

প্রবাহ

» ‘কলেজে ঢোকার পর একদিন সহসা জীবনানন্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল। একটি কবিতা সংকলনের পাতা উল্টাতে গিয়ে অকস্মাৎ দুটি লাইন আমাকে আচমকা বিদ্ধ বিবশ করে দিল! হায় চিল...’ প্রাবন্ধিক মিথিলেশ ভট্টাচার্য এই ভাবেই কথাকারের অনুভবে জীবনানন্দকে নিয়ে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। ইতিহাসে উপেক্ষিতা এক বীরাঙ্গনাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন জয়িতা দাস। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে একটু অন্যরকম রণবীর পুরকায়স্থের ‘সুরমা গাঙের পানি’। অনবদ্য এই উপন্যাসে সম্প্রীতি ও মিলনের প্রতীক নিয়ে বলেছেন দিব্যেন্দু নাথ। মোট তেরোটি প্রবন্ধ এবং ক্রোড়পত্রের চারটি রচনা নিয়ে ‘প্রবাহ’-এর মূল্যবান সংখ্যা। সম্পাদক আশিসরঞ্জন নাথ ৩৭ বছর ধরে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করে ভাল ভাল লেখা ছেপে নিশ্চিত গবেষক-পাঠকদের সাধুবাদ পাচ্ছেন।

গোড়ো আসবেই

» ষষ্ঠ বছর পেরিয়ে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করল অধ্যাপক সুশান্তকুমার চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটি। হতে পারে স্যামুয়েল বেকেটের প্রেরণা। নতুন চিন্তা-ভাবনা এবং একইসঙ্গে ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, বিবর্তনের খোঁজে ‘গোড়ো আসবেই’ সদা সক্রিয়— সম্পাদক অভিজিৎ দাশের স্বীকারোক্তি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সাহিত্য, জন্মশতবর্ষ, চলচ্চিত্র, ভ্রমণ, মুক্তগদ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে ১৮টি প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘পাকিস্তানের শেষ চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ও রাজমাতা বিনিতা রায়’। চিরঞ্জিত মান্ডির ‘বাংলা উপন্যাসে বিশ্বায়ন : একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ’ গবেষকদের সাহায্য করবে। সমরেশ বসুর জন্মশতবর্ষে ‘গঙ্গা’ নিয়ে আলোচনা করেছেন সম্পাদক স্বয়ং। অন্যরকম ভাবনায় সব মিলিয়ে পত্রিকাটি নানাভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুস্বার

» বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ কবি গঙ্গাধর সরকার গবেষণার পাশাপাশি একটি অনিয়মিত কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন। ‘অনুস্বার’ এখন তেরোর টিনএজার, ফলে কিশোরীসুলভ চপলতা থাকবেই এবং আছেও। অপর্ণা দেওঘরিয়ার কবিতাটির কথাই ধরা যাক : ‘যাকে আজ তুমি ছেড়ে যাচ্ছ প্রেমে, কামনার ছোবলে।’ সঞ্চালী রায় কত সহজে লিখে ফেলতে পারেন ‘লাজুক চোখের তৃষ্ণার জল/ আকণ্ঠ পান করতে সে চেয়েছিল।’ স্বয়ং সম্পাদক চিরবৈরী সুখটাকে বাঁধতে চেয়েছেন কাঠবাদামের গাছে! ভজন দত্ত ও চন্দন চৌধুরী স্বল্প পরিসরে দুটি বইয়ের আলোচনা করেছেন। ন’জন কবি-প্রাবন্ধিক একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোন কবিতা? ক্ষীণাঙ্গী পত্রিকাটি সংগ্রহ করলেই জানা যাবে।

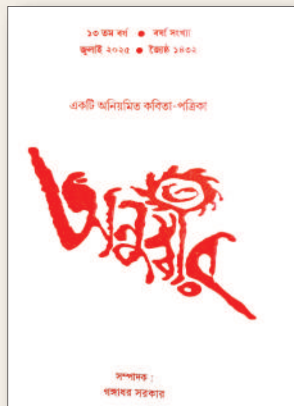

কাঁধের হাড় সরেছে, অ্যাসেজেও অনিশ্চিত ইংল্যান্ড পেসার ক্রিস ওকস

রুটকে সম্মান করি, ওকে কটূক্তি করিনি

বিতর্কে সাফাই প্রসিধের

ঘটনার মুহূর্ত। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় প্রসিধ ও রুটের। ওভালে।

লন্ডন, ২ অগাস্ট : ওভাল টেস্টের দ্বিতীয় দিনে প্রসিধ কৃষ্ণের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন জো রুট। ইংল্যান্ডের ইনিংসের ২২তম ওভারের ঘটনা। প্রসিধের একটা বল রুটের ব্যাট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। প্রসিধকে তখন এগিয়ে এসে কিছু একটা বলতে দেখা যায়। প্রসিধের পরের বলেই চার মেরে ভারতীয় বোলারের দিকে উত্তেজিতভাবে এগিয়ে যান রুট। সেই সময় তাঁকে রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হলে, আম্পায়াররা এগিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দেন।

এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রসিধ। তাঁর বক্তব্য, আমি রুটকে সম্মান করি। জানি না ও কেন এতটা রেগে গেল। ওকে আমি কোনও খারাপ কথা বলিনি। শুধু বলেছিলাম, তোমাকে দেখে বেশ তরতাজা মনে হচ্ছে। সেটা শুনেই ও একটার পর একটা কটূক্তি আমাকে করে গেল। ভারতীয় পেসার অবশ্য স্বীকার করেছেন, তিনি রুটের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইছিলেন।

প্রসিধের বক্তব্য, আমি যখন বোলিং উপভোগ করি তখন ব্যাটারদের সঙ্গে কথা বলে থাকি। ওদের চাপে রাখার চেষ্টা করি। অনেক সময় এতে ব্যাটারের মনঃসংযোগে চিড় ধরে। কিন্তু আবারও বলছি, রুটকে আমি কোনও কটূক্তি করিনি। ভারতীয় পেসারের সংযোজন, লাঞ্চের সময় আমি, সিরাজ ও আকাশ দীপ নিজেদের মধ্যে আলাদা ভাবে আলোচনা করেছিলাম। কোন লাইন ও লেংথে বল করব, সেটা ঠিক করার পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নিই, একজন খারাপ বল করলে বাকি দু'জনে তাকে সাহায্য করবে।

সেমিফাইনালে হার লক্ষ্যদের

ম্যাকাও, ২ অগাস্ট : শেষরক্ষা হল না। ম্যাকাও ওপেন সুপার ৩০০ ব্যাডমিন্টন ওপেনের সেমিফাইনালে হেরে গেলেন লক্ষ্য সেন। ছিটকে গিয়েছেন চমক দিয়ে শেষ চারে উঠে আসা আরেক ভারতীয় তরুণ মান্নেপাল্লিও। বহুদিন পর কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ছন্দে পাওয়া গিয়েছিল লক্ষ্যকে। সেমিফাইনালে উঠে খেতাবের আশাও উসকে দিয়েছিলেন ২০২১ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী লক্ষ্য। কিন্তু শনিবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ইন্দোনেশিয়ার আলউই ফারহানের কাছে ১৬-২১, ৯-২১ সরাসরি গেমে হেরে ছিটকে গেলেন। প্রথম গেমে তাও লড়েছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে কার্যত উড়ে গেলেন। অন্যদিকে, একের পর এক চমক দিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন তরুণ। ২৩ বছর বয়সি ভারতীয় শাটলার এর আগে টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই লি চুক ইয়ুকে হারিয়েছিলেন। কিন্তু সেমিফাইনালে মালয়েশিয়ার শাটলার জাস্টিন হোর বিরুদ্ধে তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ২১-১৯, ১৬-২১, ১৬-২১ ফলে হেরে যান।

মেসিকে লম্বা চুক্তির প্রস্তাব দিল মায়ামি

মায়ামি, ২ অগাস্ট : লিওনেল মেসির সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করছে ইন্টার মায়ামি। তিন থেকে পাঁচ বছরের চুক্তির প্রস্তাব আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে দিয়েছে ডেভিড বেকহ্যামদের ক্লাব। ডিসেম্বরে মেসির চুক্তি শেষ হচ্ছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, চুক্তি নবীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে বিষয়টি এখনও আলোচনার স্তরে। পাঁচ বছরের মেয়াদে রাজি না হলে মেসিকে ২০২৮ পর্যন্ত আরও তিন বছরের চুক্তিতে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করবে মায়ামি।

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির প্রস্তাবে মেসি সম্মতি দেবে বলেই বিশ্বাস মায়ামি কর্তৃপক্ষের। আগামী বছর মার্কিন মুলুকেই ফিফা বিশ্বকাপ রয়েছে। মেসির বিশ্বকাপ প্রস্তুতি মায়ামিতেই সবচেয়ে ভাল হবে বলে মনে করছেন ক্লাব কর্তারা। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির প্রস্তাবে মেসির সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করছে ক্লাব। কারণ, মায়ামিতে এসে এখনও এমএলএস জিততে পারেননি আর্জেন্টাইন মহাতারকা। তবে স্বল্প না দীর্ঘমেয়াদে মেসি মায়ামিতে থাকতে চান, তা জানা যায়নি।

মেসি মায়ামিতেই থাকবেন, আশায় টিমের কোচ তথা প্রাক্তন আর্জেন্টাইন তারকা জেভিয়ার মাসচেরানো। তিনি বলেন, আমরা সবাই আশা করছি লিও চুক্তি নবীকরণ করবে। ক্লাব এবং লিও দু'পক্ষ মিলে সিদ্ধান্ত নেবে। গোপনীয়তা রেখেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। যখন সময় আসবে এবং চুক্তি সম্পূর্ণ হলেই ক্লাব ঘোষণা করবে। লিও-র থাকা বা না থাকা নিয়ে অনেক গুজব

শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা সবাই আশা করছি, লিও এখানেই থাকবে।

এদিকে মেসির পর তাঁর দেহরক্ষী ইয়েসিন চুয়েকোও নির্বাসনের মুখে পড়েছেন। লিগস কাপের বাকি ম্যাচে টেকনিক্যাল এরিয়ায় তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

একটা সঠিক অফ সিজন দরকার বুমরার : ম্যাকগ্রা

চেন্নাই, ২ অগাস্ট : শুধু টানা খেলে গেলেই চলবে না। কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করার জন্য জসপ্রীত বুমরার দরকার একটা সঠিক অফসিজন। সাফ জানাচ্ছেন গ্লেন ম্যাকগ্রা।

চেন্নাইয়ে এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানে ম্যাকগ্রা বলেছেন, প্রত্যেক ফাস্ট বোলারের একটা ঠিকঠাক অফসিজন দরকার। যেটা অন্তত দু'মাসের হবে। বুমরার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। সেটা না করে, কেউ যদি টানা খেলে যায়, তাহলে চোট তো লাগবেই। এক আধজন ব্যতিক্রম হতে পারে। তবে ৯৯.৯ শতাংশ ফাস্ট বোলারের এই বিশ্রামটা প্রয়োজন হয় নিজেদের কেরিয়ার দীর্ঘয়িত করার জন্য।

কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় পেসার আরও বলেছেন, বুমরা ম্যাচ উইনার। দল তো ওকে যত বেশি সম্ভব ম্যাচ খেলাতে চাইবেই। কিন্তু বুমরার বোলিং অ্যাকশন আর পাঁচজন জোরে বোলারের মতো নয়। ফলে ওর শরীরের উপর বেশি ধকল পড়ে। তাই টানা খেলে গেলে বুমরার চোট হবেই। ম্যাকগ্রার সংযোজন, গত অস্ট্রেলিয়া সফলে, বুমরা অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছে। কিন্তু টানা খেলার জন্য চোটও পেয়েছে। এটা কিন্তু প্রথমবার নয়। বুমরা যখনই টানা খেলেছে, চোট পেয়েছে।

চলতি ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে ম্যাকগ্রার বক্তব্য, এই সিরিজে বুমরাকে যদি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ছোট ছোট স্পেলে বল করাত, তাহলে প্রতিপক্ষ ব্যাটাররা ওই তিন-চারটে ওভার কাটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েই মাঠে নামত। ফলে সেটা সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এই মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন কয়েকজন জোরে বোলারের প্রয়োজন রয়েছে। যাতে বুমরাকে বাড়তি ধকল নিতে না হয়। অস্ট্রেলিয়া-ভারত এবং ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ টেস্ট ক্রিকেটের জন্য দুর্দান্ত বিজ্ঞাপন বলে মনে করছেন ম্যাকগ্রা। তাঁর বক্তব্য, আমার ধারণা ছিল, টেস্ট ক্রিকেট আকর্ষণ হারিয়েছে। কিন্তু এই দুটো সিরিজে দেখিয়ে দিয়েছে লাল বলের ক্রিকেট এখনও বেঁচে।

১০ বছরের সম্পর্ক শেষ

টটেনহ্যামকে বিদায় সনের

সিওল, ২ অগাস্ট : প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরশুম শুরুর আগেই টটেনহ্যাম হটস্পার ছাড়ছেন। জানিয়ে দিলেন অধিনায়ক সন হিউং মিন। ২০১৫ সালে বেয়ার লেভারকুজেন থেকে উত্তর লন্ডনের ক্লাব যোগ দিয়েছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ান ফরোয়ার্ড। টানা ১০ বছর খেলার পর টটেনহ্যাম ছাড়তে চলেছেন ৩৩ বছর বয়সি সন। সিওলে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন সন। তিনি বলেন, কেরিয়ারের সবথেকে কঠিন সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছি। এই গ্রীষ্মেই আমি টটেনহ্যাম ছাড়ছি। ক্লাবও আমার এই সিদ্ধান্তকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। কথা বলতে বলতে দৃশ্যতই কেঁদে ফেলেন তিনি। সেই সময় তাঁকে সান্ত্বনা দেন কোচ টমাস ফ্রাঙ্ক। টটেনহ্যামের ইতিহাসে অন্যতম সেরা তারকাদের অন্যতম সন।

ক্রুনোকে নিতে চায় রোনাল্ডোর ক্লাব

রিয়াধ, ২ জুলাই : সৌদি লিগে ক্রুনো ফার্নান্ডেজকে নিয়ে আসার প্রবল চেষ্টা হচ্ছে। প্রথমে আল হিলাল তাঁকে চেয়েছিল। কিন্তু হয়নি। এবার আসরে নেমেছে আল নাসের। যে ক্লাবে খেলেন ব্রুনোর পর্তুগাল সতীর্থ ও অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দুজনে একসঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডেও খেলেছেন।

আল হিলাল পাঁচ বছরের জন্য ক্রুনোকে ৩৫০ মিলিয়ন ইউরো দিতে চেয়েছিল। বছরে ৭০ মিলিয়ন ইউরো। আল নাসেরের জন্য এটা কোনও বড় অর্থ নয়। রোনাল্ডো ছাড়াও ক্রুনোর এই ক্লাবে এলে মোলাকাত হতে পারে ম্যানেজার জর্জ জিসাস ও চেলসি থেকে যোগ দেওয়া জোয়াও ফেলিক্সের সঙ্গে।

ক্রুনো ম্যান ইউতে থাকলেও খুব স্বস্তিতে নেই বলে খবর। তাঁর কাছে যে অন্য ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে সেই খবর কোচ রুবেন আমোরিমের কাছেও আছে। আগে শোনা গিয়েছিল ক্লাব তাঁকে বলেছে হয় এক বছরের জন্য চুক্তি বাড়াও নাহলে ক্লাব ছাড়ো। ক্রুনো অবশ্য এই ইস্যুতে মুখ খোলেননি।

এর মধ্যে মার্কিন মুলুকে প্রি সিজন ম্যাচ খেলতে গিয়ে প্রথম খেলায় দু'গোল করেছিলেন ক্রুনো। তাঁর খেলায় সন্তুষ্ট ছিলেন আমোরিম। কিন্তু আল নাসের পর্তুগাল জাতীয় দলের মতো সৌদি লিগেও ক্রুনো-রোনাল্ডো জুটিকে একসঙ্গে চাইছে। তাদের ইচ্ছে পূরণ হয় কিনা সেটা সময় বলবে।

আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তায় ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের চুক্তি বাতিল করল ওড়িশা এফসি

মাঠ নিয়ে চিন্তাতেও জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল

ভরসা সায়ন। ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে।

প্রতিবেদন : ডার্বি জিতে ইস্টবেঙ্গল পরের ম্যাচেই বিএসএস-কে হাফ ডজন গোলে উড়িয়ে দিয়েছে। রবিবার ব্যারাকপুরের মাঠে জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে নামছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। প্রতিপক্ষ পুলিশ এসি। তারাও লিগে জয়ের ছন্দে রয়েছে। আগের ম্যাচে জিতেই নামছে পুলিশ। দু'দলেরই পয়েন্ট সমান। ইস্টবেঙ্গল ছয় ম্যাচে তিনটি জয়, দুটি ড্র এবং একটি হারে ১১ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। পুলিশের পয়েন্ট ১১। তবে গোল পার্থক্যে ইস্টবেঙ্গল রয়েছে তিন নম্বরে এবং পুলিশ রয়েছে চার নম্বরে।

ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গলের চিন্তা চোট-আঘাত ও ব্যারাকপুরের মাঠ। তবে বেশ কয়েকজন সিনিয়র দলের ফুটবলারকে খেলিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। ডেভিড লালহানসাঙ্গা, মার্ক জোথানপুইয়া, প্রভাত লাকরার মতো সিনিয়র দলের কয়েকজন ফুটবলার খেলতে পারেন রবিবারের ম্যাচে। বিনো বললেন, মনোতোষ চাকলাদার, মনোতোষ মাজি এখনও চোটমুক্ত হয়ে ফিট হতে পারেনি। জেসিনেরও চোট সারেনি। আমরা সিনিয়র দলের কয়েকজনকে পাব এই ম্যাচে। আশা করি, আমরা জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে পারব।

পুলিশ দল ভাল খেলছে। ছন্দে থাকা প্রতিপক্ষকে সমীহ করেই ইস্টবেঙ্গল কোচ বললেন, কলকাতা লিগ যথেষ্ট কঠিন। এখানে সব দলই নিজেদের শক্তি অনুযায়ী নিজস্ব সিস্টেমে খেলে। আমরাও নিজেদের সেরাটা দিয়ে ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তুলে নেওয়ার চেষ্টা করব।

বর্ষায় ব্যারাকপুরের মাঠ খুব খারাপ থাকে। ইস্টবেঙ্গল কোচের প্রার্থনা, রবিবার ম্যাচের আগে যেন বৃষ্টি না হয়। বিনো বললেন, আমার চিন্তা ব্যারাকপুরের মাঠ নিয়ে। যেন বৃষ্টি না হয়। তাহলে আমাদের ছেলেরা স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারবে না। মাঠ যেন ভাল থাকে, এই প্রার্থনাই করছি।

সম্পর্ক জোড়ার চেষ্টা সাইনার

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট : ব্যাডমিন্টনপ্রেমীদের জন্য সুখবর। সম্পর্ক ফের জোড়া লাগানোর চেষ্টায় সাইনা নেহওয়াল ও পারুপাল্লি কাশ্যপ। গত ১৩ জুলাই সোশ্যাল মিডিয়াতে কাশ্যপের সঙ্গে সাত বছরের বিবাহিত জীবনের ইতি ঘোষণা করেছিলেন সাইনা। তবে সেই সিদ্ধান্ত থেকে আপাতত সরে এলেন খেলোয়াড় দম্পতি। শনিবার ইনস্টাগ্রামে কাশ্যপের সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করেছেন সাইনা। দু'জনেই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ক্যাপশন হিসাবে সাইনা লিখেছেন, কখনও কখনও দূরত্ব আপনাকে শিক্ষা দেয়, উপস্থিতি কতটা মূল্যবান। আমরা আবার একটা চেষ্টা করছি। সাইনার এই বার্তায় দারুণ খুশি নেটিজেনরা। প্রসঙ্গত, হায়দরাবাদে পুল্লেলা গোপীচাঁদের অ্যাকাডেমিতে একই সঙ্গে খেলোয়াড় হিসেবে বেড়ে ওঠেন সাইনা ও কাশ্যপ। দু'জনের বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত প্রেম ও বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সাইনা প্রথম ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসেবে ২০১২ সালে অলিম্পিক পদক জিতেছিলেন। একটা সময় তিনি ছিলেন বিশ্বের এক নম্বর মহিলা শাটলার। অন্যদিকে, কাশ্যপ কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছিলেন।

দু'বছরের চুক্তি করছে ফেডারেশন

খালিদই পারবে, আস্থা রাখছেন গুরু বিমল

প্রতিবেদন : দু'দশক পর ফের স্বদেশি কোচ ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের দায়িত্বে। একদা ছাত্র খালিদ জামিল সিনিয়র ভারতীয় দলের কোচ হওয়ায় খুশি হয়েছেন গুরু বিমল ঘোষ। দ্রোণাচার্য কোচ জানিয়েছেন, খালিদই পারবে জরাজীর্ণ সিনিয়র জাতীয় দলকে বদলে দিতে। খালিদকে কোচ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিমলও।

খালিদ তাঁর ক্লাব কেরিয়ারের শুরুর দিকে টানা চার বছর বিমলের কোচিংয়ে খেলেছেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার হয়ে খালিদ খেলেছেন বিমলের অধীনে। প্রবীণ কোচই মেন্টর খালিদের। মুম্বই থেকে বিমল বলেন, আমার বিশ্বাস, জাতীয় দলের বেহাল অবস্থা বদলাতে পারে একমাত্র খালিদই। এই মুহূর্তে ওই জাতীয় দলের কোচ হওয়ার সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। কোথায় খালিদ আলাদা? বিমল বলছিলেন, খেলোয়াড় জীবনে খালিদ যখন আমার কোচিংয়ে ছিল তখন প্রচণ্ড শৃঙ্খলা মেনে চলত। ওর মধ্যে যে প্রধান গুণ আমি দেখেছিলাম, শেখার পাশাপাশি পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প থাকত। ওর মধ্যে ভাল কিছু করার একটা জেদ রয়েছে। এটাই খালিদের অস্ত্র। এই গুণটাই ও ফুটবলারদের মধ্যে প্রয়োগ করে। খালিদের পরিশ্রম এবং অদম্য প্রচেষ্টা ফুটবলারদেরও অনুপ্রাণিত করে। আমি নিশ্চিত ফেডারেশন সময় দিলে ও জাতীয় দলকেও সাফল্য এনে দেবে। খালিদের সঙ্গে এখনও চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেনি ফেডারেশন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে চুক্তিসই হবে। সূত্রের খবর, দু'বছরের চুক্তি হচ্ছে ভারতীয় কোচের সঙ্গে। চুক্তি বাড়ানোর সুযোগ থাকবে আরও এক বছর। ফেডারেশন কর্তা থেকে টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যরা মনে করছেন, আইএসএল ও আই লিগে খেলা ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে ধারণা থাকায় দল নির্বাচন এবং রণকৌশল তৈরিতে বাজিমাত করতে পারেন খালিদ।

বাইশেই মৃত্যু ক্রিকেটারের

প্রতিবেদন : বিরাট কোহলির মতো ফিট থাকতে চাইতেন। নিয়মিত জিম করতেন। সেই জিম করতে গিয়েই প্রাণ গেল উঠতি ক্রিকেটার প্রিয়জিৎ ঘোষের। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুরে মিশন কম্পাউন্ড এলাকায়। প্রিয়জিতের বাড়ি জামবুনিতে। জিম করার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন ২২ বছরের তরুণ। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ২০১৮-১৯ মরশুমে সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব ১৬ প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন প্রিয়জিৎ। সিএবি তাঁকে পুরস্কৃতও করেছিল। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে বঙ্গ ক্রিকেটমহলে।

কাল বিদেশি নিয়ে খেলবে মোহনবাগান

সমর্থকদের ঘেরাটোপে আলবার্তো।

প্রতিবেদন : শুক্রবারই কোচ জোসে মোলিনার সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েছিলেন সবুজ-মেরুনের ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত স্কটিশ ডিফেন্ডার টম অলড্রেড। শনিবার সকালে শহরে এসেই বিকেলে মোহনবাগান মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন সারলেন সেন্ট্রাল ডিফেন্সে টমের সঙ্গী স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ। সোমবার ডুরান্ডে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) বিরুদ্ধে বিদেশি নিয়েই খেলবে মোহনবাগান। তবে টম না আলবার্তো, কে শুরু থেকে খেলবেন তা ম্যাচের দিন ঠিক করবেন কোচ মোলিনা। পরের ম্যাচে মোহনবাগানের ডাগ আউটে থাকার কথা স্প্যানিশ কোচের। তবে দু'জনকেই খেলানো হলেও অবাক হওয়ার থাকবে না।

মোহনবাগানের গ্রুপে থাকা ডায়মন্ড হারবার আগের ম্যাচে বিএসএফ-কে আট গোল দিয়েছে। গোল পার্থক্য বাড়াতে গোল করার পাশাপাশি টম, আলবার্তোকে খেলিয়ে রক্ষণ জমাট রেখে ক্লিন-শিটের লক্ষ্যে মোলিনার দল। প্রথম দিন অনুশীলনে যথেষ্ট ফিট মনে হয়েছে আলবার্তোকে। সতীর্থদের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে উঠেছিলেন স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক। ক্লোজড ডোর ট্রেনিংয়ে ট্যাকটিক্যাল অনুশীলনও হয়। সেখানে টম ও আলবার্তোকে ডিফেন্সে রেখেই খেলান মোলিনা। মনবীর সিংও ফিট। তবে তাঁকে কোচ খেলাবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। এদিকে, কলকাতা লিগে শেষদিকের কয়েকটি ম্যাচ নিজেদের মাঠে খেলতে চায় মোহনবাগান।

আকাশকে তোপ শাস্ত্রীর

লন্ডন, ২ অগাস্ট : আকাশ দীপ যতই ব্যাট হাতে হাফ সেঞ্চুরি করুন, বল হাতে তাঁর কীর্তির জন্য সর্বত্র সমালোচিত হচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছেন রবি শাস্ত্রীও। তিনি স্কাই স্পোর্টসে বলেছেন, নো ফিজিক্যাল কনট্যাক্ট। কারণ এর থেকে ঘটনা অনেক বড় হতে পারে। ডাকেট হয়তো ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে নিয়েছিল। কিন্তু ওঁর মতো মানসিকতা অন্য কারও নাও থাকতে পারে। এর থেকে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারত। যা নিয়ে পরে আফসোস হত। আকাশকে মাথায় রাখতে হবে যে, বহু মানুষ এই খেলাটি দেখছেন। সুতরাং ম্যাচ রেফারিকে ওঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে। কী হতে পারে আকাশের শাস্তি? জরিমানা ছাড়াও ডিমেরিট পয়েন্ট পেতে পারেন। ম্যাচ রেফারি ওভাল টেস্টের পরই তাঁর রায় জানাবেন। তবে শাস্তি যাই হোক, আকাশ কিন্তু ক্রিকেট মহলের ধিক্কার পাচ্ছেন।

মৃত্যুর পরশ পেয়েছিলাম

আইপিএল-আতঙ্ক হেডেনের

সিডনি, ২ অগাস্ট : ভারত-পাক সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে গত ৮ মে ধর্মশালায় দিল্লি ক্যাপিটালস ও পাঞ্জাব কিংসের মধ্যে ম্যাচটি লাল সতর্কতায় মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন স্টেডিয়ামে আতঙ্কের মুহূর্ত এখনও ভুলতে পারেননি ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় থাকা জোড়া বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় তারকা ব্যাটার ম্যাথু হেডেন। তিনি জানিয়েছেন, সেদিন যেন মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করেছিলাম।

স্টেডিয়ামের আলো নিভিয়ে দর্শক, টিভি ক্রু-সহ সবাইকে নিরাপদে মাঠের বাইরে বের করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পরের দিনই আইপিএল সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিসিআই। সেই ধর্মশালায় সেই রাতের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে একটি পডকাস্টে হেডেন বলেছেন, এই বছরের আইপিএল অন্যরকম ছিল। ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনকও। আমি যেন মৃত্যুর স্পর্শ পেয়েছিলাম! অস্ট্রেলীয় তারকার সংযোজন, ম্যাচ শুরুর পর ধারাভাষ্যকারদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বার্তায় বলা হয়েছিল, টেকনিক্যাল সমস্যার

কারণে স্টেডিয়ামের আলো নিভবে না। এর অর্থ, স্টেডিয়ামেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা রয়েছে এবং জরুরি পরিস্থিতির জন্য স্টেডিয়াম খালি করতে হবে এবং আমাদেরও বের করতে হবে।

হেডেন আরও বলেন, আমার কথা বলার মাঝে প্রথম টাওয়ারের আলো নিভে যায়। এটা দর্শকদের জানাই। মুহূর্তের মধ্যে দ্বিতীয় টাওয়ারের আলোও নিভে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তাবাহিনী চলে এল। কথা বলার মধ্যেই মাইক ফেলে তাঁদের সঙ্গে দ্রুত স্টেডিয়াম ছাড়তে হয়।

মাঠে ময়দানে
3 August, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যুবরাজদের প্রতিবাদে অপমানিত পিসিবি। যত্রতত্র টুর্নামেন্টে পাকিস্তান নাম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি

নজর টেস্ট সিরিজে

এশিয়া কাপে বুমরার খেলার সম্ভাবনা নেই

মুম্বই, ২ অগাস্ট : ওভাল টেস্টের মধ্যেই জসপ্রীত বুমরাকে ছেড়ে দিয়েছে বিসিসিআই। কিন্তু যা খবর তাতে তিনি এশিয়া কাপে তিনি খেলবেন না। টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা ৯-২৮ সেপ্টেম্বর। তবে ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ফলে এশিয়া কাপের উপরেও মেঘ জমছে।

ইংল্যান্ড সিরিজে পাঁচের মধ্যে তিনটি টেস্টে খেলেছেন বুমরা। ভারতীয় দলের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট তাঁর খেলার ব্যাপারটা দেখছে। এরপর বুমরা কোন কোন ম্যাচে খেলবেন সেটা খতিয়ে দেখা হবে সিরিজ শেষ হলেই। ৩১ বছরের বুমরা ইংল্যান্ডে তিন টেস্টে ১১৯.৪ ওভার বল করেছেন। নেন ১৪টি উইকেট। হেডিংলে ও লর্ডসে তিনি পাঁচ উইকেট নিয়েছেন। শুক্রবার বোর্ড এক বার্তায় বুমরাকে ভারতীয় দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এশিয়া কাপ শেষ হবে ২০ সেপ্টেম্বর আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আমেদাবাদ টেস্ট শুরু হবে ২ অক্টোবর। পরের টেস্ট দিল্লিতে ১০-১৪ অক্টোবর। এরপর নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে দুটি টেস্ট রয়েছে। বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, বুমরা টেস্ট ক্রিকেট পছন্দ করেন। আর এর সঙ্গে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্টও জড়িয়ে আছে। জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ড সিরিজও রয়েছে। এতে খেলে টি-২০ বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল সেরে নিতে পারেন বুমরা।

বলা হচ্ছে ভারত যদি এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলে আর বুমরা সেই দলে থাকেন, তাহলে দু'দিনের মধ্যে তাঁকে আমেদাবাদ টেস্টে নেমে পড়তে হবে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বুমরাকে বোর্ড টেস্টে না এশিয়া কাপে দেখতে চাইবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ রয়েছে। ফলে গম্ভীর ও আগারকরকে বসে বুমরার খেলার ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে হবে।

যশ-বল, সুন্দর আকাশে জয়ের স্বপ্ন

ভারত ২২৪ ও ৩৯৬
ইংল্যান্ড ২৪৭ ও ৫০-১

লন্ডন, ২ অগাস্ট : ওভাল টেস্ট জয়ের জন্য ইংল্যান্ডকে ৩৭৪ রানের লক্ষ্য দিয়েছে ভারত। অলি পোপরা দু'দিনের বেশি সময় পাবেন ব্যাট করার। সিরিজ ড্র রাখতে হলে প্রতিপক্ষের সবক'টি উইকেট নেওয়া ছাড়া কোনও রাস্তা নেই ভারতের সামনে। টেস্টের তৃতীয় দিন শেষ বলে জ্যাক ক্রলিকে (১৪) বোল্ড করে দলকে খানিকটা স্বস্তি দিয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। টেস্ট জিততে ইংল্যান্ডের চাই আরও ৩২৪ রান। ভারতের দরকার আর ৮ উইকেট। কারণ, ক্রিস ওয়কস ব্যাট করতে পারবেন না। দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়ালের 'যশ-বল' আর আকাশ দীপ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজার ব্যাটিং বিক্রমে ৩৯৬ রান করে ভারত। দিনের শেষে ইংল্যান্ড এক উইকেটে ৫০। বেন ডাকেট ৩৪ রানে ক্রিজে।

৭৫-২ থেকে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে অবিচ্ছিন্ন তৃতীয় উইকেট জুটিতে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল ও 'নৈশপ্রহরী' আকাশ দীপ। জস টাং, গাস অ্যাটকিনসনদের সামলে প্রথম সেশনে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন দুই ভারতীয় ব্যাটার। ইংরেজ বোলাররা তাঁদের টলাতে পারেননি। প্রথম সেশনে দ্রুত ৭৪ বলে অর্ধশতরানের জুটি গড়ে ফেলেন যশস্বী ও আকাশ। কঠিন পিচে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েও আগ্রাসী ছিলেন দুই ভারতীয় ব্যাটার। যশস্বী

সেঞ্চুরির পর যশস্বী। পাশে মারমুখী সুন্দর। শনিবার ওভালে।

১২৭ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। সিরিজের প্রথম টেস্টের পর শেষ টেস্টে তিন অঙ্কের রান করলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যশস্বীর এটা চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি এবং কেরিয়ারে ষষ্ঠ। ছুঁয়ে ফেললেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকরকে। তিনি ওপেনার হিসেবে ৩৭ টেস্টে চারটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। মাত্র ১০ ম্যাচে যশস্বী দ্রুততম। যশস্বীর মা-বাবাও ছিলেন মাঠে। তাঁদের সামনে সেঞ্চুরি করার সুযোগ ছাড়লেন না তরুণ ব্যাটার।

নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে ব্যাট করতে নেমে হাফ সেঞ্চুরি করেন আকাশ দীপ। টেস্টে প্রথম হাফ সেঞ্চুরি করলেন বাংলার পেসার। তৃতীয় উইকেটে যশস্বী-আকাশ দীপের ১০৭ রানের জুটি ভাঙেন জেমি ওভার্টন। অ্যাটকিনসনের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন আকাশ (৬৬)। এরপর অধিনায়ক শুভমনের ব্যাটে বড় রান দেখতে চেয়েছিলেন ভক্তরা। কিন্তু প্রথম ইনিংসে রান আউটে হতাশ করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে গিলের অবদান মাত্র ১১। অ্যাটকিনসনের বলে এলবিডব্লু হয়ে ফেরেন। ব্যাটার হিসেবে দুর্দান্ত সিরিজের শেষটা ভাল হল না ভারত অধিনায়কের।

উল্টোদিকে স্বাচ্ছন্দ্যে খেলে রান বাড়ানোর চেষ্টা করেন যশস্বীকে যোগ্য সঙ্গ দিতে ব্যর্থ করুণ নায়ার (১৭)। এরপর ছন্দে থাকা জাদেজা ক্রিজে এসে ম্যাঞ্চেস্টারের ফর্মে ব্যাট করেন। প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ হওয়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে রান করে দলকে ভাল জায়গায় রাখতে মরিয়া ছিলেন তারকা অলরাউন্ডার। কিন্তু যশস্বী-জাদেজার জুটি ভাঙেন টাং। ভারত ষষ্ঠ উইকেট হারায়। ১১৮ রান করে বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হন যশস্বী। জাদেজা-জুরেলের জুটিও বেশিক্ষণ টেকেনি। জুরেলকে (৩৪) ফেরান ওভার্টন। এরপর সেই জাদেজা-ওয়াশিংটনের জুটি ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে জাদেজাও হাফ সেঞ্চুরি (৫৩) পূর্ণ করে ফেরেন টাংয়ের বলে স্লিপে ব্রুকের হাতে ক্যাচ দিয়ে। একই ওভারে সিরাজকেও ফেরান টাং। শেষ পর্যন্ত শেষ উইকেটে প্রসিধ কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের ইনিংস চারশোর কাছে পৌঁছে দেন ওয়াশিংটন। ৪টি বাউন্ডারি ও ৪টি ওভার বাউন্ডারিতে টি-২০ খেলেন তরুণ অলরাউন্ডার। মাত্র ৪৬ বলে ৫৩ রান করে টাংকে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে আউট হন ওয়াশিংটন। ইংল্যান্ডের হয়ে টাং তুলে নেন পাঁচ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ক্রিস ওয়কসের অভাব টের পেল ইংল্যান্ড।

চলে যাচ্ছ, পাঁচ উইকেট নিয়ে কাকে জড়িয়ে ধরব

বুমরা নেই, সাফল্যেও মন খারাপ সিরাজের

লন্ডন, ২ অগাস্ট : তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন? পাঁচ উইকেট নিয়ে আমি তাহলে কাকে জড়িয়ে ধরব? বুমরাকে বলেছিলেন মহম্মদ সিরাজ।

ওভালে প্রসিধকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যান্ড ব্যাটিংকে শেষ করেছেন সিরাজ। তাঁরা দু'জনেই চারটি করে উইকেট নেন। বিসিসিআই একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। তাতে সিরাজকে বলতে শোনা যায়, আমি জসপ্রীত বুমরাকে বলেছি, জসসি ভাই তুমি চলে যাচ্ছ কেন? পাঁচ উইকেট নিয়ে তাহলে কাকে জড়িয়ে ধরব? বুমরা জবাবে বলেছিল, আমি এখানেই আছি। তুমি শুধু পাঁচ উইকেট নাও।

সিরাজের অবশ্য পাঁচ উইকেট নেওয়া হয়নি। তিনি ৮৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আর প্রসিধের জন্যই ইংল্যান্ড ২৪৭ রানে গুটিয়ে যায়। না হলে একসময় তারা বড় লিড নেবে মনে হচ্ছিল।

ভিডিওতে সিরাজ বলেছেন, ইংল্যান্ড ভালই এগোচ্ছিল। সেখান থেকে ওদের এত কম রানে আটকে দেওয়া দারুণ ব্যাপার। তাঁর কথায়, আমি ছোটবেলা থেকে একটা জিনিস মাথায় রেখেছি, মাঠে একশো ভাগ দিতে হবে। এখানে ঠিক সেটাই করেছি।

বুমরার অনুপস্থিতিতে ভারতীয় পেস ব্রিগেডকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সিরাজ। সিরিজে সবথেকে বেশি উইকেট এখন তাঁর দখলে। যা নিয়ে সিরাজ বলেছেন, ইংল্যান্ডে সবাই খেলতে পছন্দ করে। এখানে বল বেশি সুইং করে। বেশি উইকেট নিয়েছি বলে ভাল লাগছে। কিন্তু আরও ভাল লাগবে জিততে পারলে। আকাশ দীপ ও প্রসিধের থেকে তিনি সিনিয়র। বেশি ম্যাচ খেলেছেন। সিরাজ জানালেন, আমরা একসঙ্গে মিলে কথা বলে নিয়েছিলাম যে কীভাবে আক্রমণ শানাব। তাতে ফল মিলেছে।

টিকিট কেটে মাঠে ঢুকলেন রোহিত

লন্ডন, ২ অগাস্ট : ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট দেখতে শনিবার ওভালে রোহিত শর্মা। তাও আবার টিকিট কেটে, সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে লাইন দিয়ে মাঠে ঢুকলেন ভারতীয় টেস্ট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক! এরপর গ্যালারিতে বসেই খেলা দেখলেন।

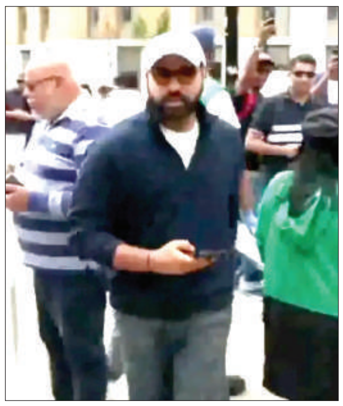

টিকিট হাতে মাঠে ঢুকছেন রোহিত।

তৃতীয় দিনের খেলা দেখার জন্য এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ওভালে এসেছিলেন রোহিত। পরনে ছিল নীল শার্ট ও নীল রঙের জিনস। চোখে সানগ্লাস, মাথায় টুপি। সবার অলক্ষ্যে সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে স্টেডিয়ামে ঢোকার লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁকে চিনে ফেলেন ভক্তরা। ঘিরে দাঁড়িয়ে সেলফি ও অটোগ্রাফের অনুরোধ শুরু হয়ে যায়। কোনওরকমে ভক্তদের এড়িয়ে মাঠে ঢোকেন রোহিত। দর্শকাসনেও নিজেকে কার্যত লুকিয়ে রেখেছিলেন হিটম্যান। কিন্তু ক্যামেরা তাঁকে ধরতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন মাঠে উপস্থিত দর্শকরা।

২০২১ সালের ইংল্যান্ড সফরে এই ওভালেই সেঞ্চুরি করেছিলেন রোহিত। সেই টেস্ট জিতেছিল ভারত। তবে এবারের সফরের আগে আচমকাই টেস্ট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেন। যা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। চর্চা ছিল, ইংল্যান্ড সফরের দলে তাঁকে রাখা হবে না, কোচ গৌতম গম্ভীরের এই বার্তার পর অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন রোহিত। এদিন মাঠে এলেও, সম্ভবত তাই গম্ভীরের ড্রেসিংরুম সচেতনভাবে এড়িয়ে গেলেন রোহিত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

একটি ছবির তারা

কেউ অভিনয় করেছেন একটি ছবিতে। কেউ-কেউ দু-তিনটি ছবিতে। যদিও দর্শক-মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছেন একটি মাত্র ছবিতে অভিনয় করেই। আজও তাঁদের নিয়ে হয় জোর চর্চা, আলোচনা। এমনিই কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর উপর আলোকপাত করলেন **সন্ময় দে**

ইংরেজিতে 'ওয়ান নভেল ওয়ান্ডার'-এর মতোই 'ওয়ান ফিল্ম ওয়ান্ডার' বলেও একটি কথা আছে। 'ওয়ান নভেল ওয়ান্ডার'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল হার্পার লি-র লেখা 'টু কিল আ মকিং বার্ড' উপন্যাসটি। এই একটি উপন্যাসই সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা এখানে উপন্যাস অথবা ছবি নয়, ছবির এমন কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে আলোচনা করব, যাঁরা একটি মাত্র ছবিতে অভিনয় করেই সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।

এবারে মূল বিষয়ে আসি। 'ওয়ান ফিল্ম ওয়ান্ডার'-এর অভিনেতাদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যে ছবিটির কথা সর্বাগ্রে মনে আসবে সেটি হল 'পথের পাঁচালী'। ১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটিতে পেশাদার অভিনেতা ছিলেন মাত্র তিনজন। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী আর রেবাদেবী। বাকি সকলেই অপেশাদার অথবা যাঁরা এর আগে কখনও অভিনয় করেননি, অথবা অভিনয়ের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ নেই। এমনকী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তখনও পর্যন্ত পেশাদার অভিনেত্রী নন। উল্লেখ্য, এই ছবিতে ছোট দুর্গার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা রুমকি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসি ইন্দির ঠাকরুনের কথায়। 'পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে...'; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে অভিনেত্রী খুঁজে বের করা খুব সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে ওই বয়সি অথবা তার আশপাশের বয়সিদের শারীরিক সক্ষমতা আর স্মৃতিশক্তির সমস্যা হওয়া খুব স্বাভাবিক।

সত্যজিৎ রায় তাঁর সহকারীদের 'ইন্দির ঠাকরুন' খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মনের মতো কাউকে পাওয়া গেল না। তখন একজন বললেন, ''কোনও কম বয়সি মহিলাকে মেকআপ আর পরচুলা পরিয়ে...''।

সত্যজিৎ তৎক্ষণাৎ তাঁর পরামর্শ নাকচ করে দিলেন। 'পথের পাঁচালী'তে যিনি সেজঠাকরুন হয়েছিলেন, সেই রেবাদেবী খোঁজ দিলেন চুনীবালাদেবীর। ভদ্রমহিলা সম্পর্কে অভিনেত্রী নিভাননীদেবীর মা। সত্যজিৎ দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন ইনি ঠিক তেমনটিই। ভদ্রমহিলা এর আগে 'বিগ্রহ' আর 'রিক্তা' নামের দুটি নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেছেন। আর তারও অনেক আগে মঞ্চে অভিনয় করেছেন।

বাড়ি থেকে পনেরো মাইল দূরে শুটিং স্পট। মোটরে করে শুটিং করতে যাওয়া, শুটিং সেরে সেদিনই আবার ফিরে আসার প্রস্তাবে তিনি হাসিমুখেই সায় দিলেন। শুটিংয়ের দিন রাত থাকতেই উঠে পড়তেন বচ্চন সিংয়ের ট্যাক্সিতে। বোড়ালে সারাদিন শুটিং করে আবার ফিরে আসতেন। একদিনের জন্যও কোনওরকম বিরক্তি দেখাননি। উল্টে শুটিংয়ের সময় দারুণ সিরিয়াস থাকতেন।

চুনীবালার স্মৃতিশক্তির কথা না বললেই নয়। একজন অভিনেত্রী হয়েও যেরকম কন্টিনিউইটি মনে রাখতেন তা অবিশ্বাস্য। শট নেওয়ার আগে বলতেন, ''কই, আগের শটে তো আমার হাত ভেজা ছিল, এখন তো ভেজালেন না!'', অথবা, ''আগের শটে আমার ডান হাতে কাঁথা আর বাঁ-হাতে ঘটি ছিল কিন্তু!''

ছবি মুক্তির পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে চুনীবালা সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমারদের উপস্থিতিতে সেরা অভিনেত্রীর বিএফজেএ পুরস্কার পান। এর কিছুদিন পরেই পরলোকগমন করেন। এই একটি মাত্র ছবি করেই তিনি পৃথিবী জুড়ে যেরকম জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, তা এত বয়সে আর কোনও অভিনেতার পাওয়ার নজির নেই।

এই ছবির 'অপু'র চরিত্রে অভিনয় করেন সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় করে শিশুশিল্পী হিসেবে জিতে নিয়েছিলেন 'গোল্ডেন বিয়ার' পুরস্কার। কিন্তু এরপর আর অন্য কোনও ছবিতে তাঁকে অভিনয় করতে দেখা যায়নি। সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় হতে চেয়েছিলেন ফুটবল খেলোয়াড়, কিন্তু জীবন তাঁকে অন্য দিকে বয়ে নিয়ে যায়। সে এক অন্য কাহিনি।

'দুর্গা' চরিত্রের অভিনেত্রী উমা দাশগুপ্ত, পরবর্তীকালে উমা সেন, স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে সংসার করেছেন, মাঝে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, কিন্তু অভিনয় নিয়ে কোনও দিনই আগ্রহ দেখাননি।

ভবানীপুরের বেলতলা অঞ্চলের শ্যামানন্দ রোডের দোতলা বাড়িতে গীতানাথ আর ইরা ঠাকুর থাকতেন তাঁর দুই মেয়ে রিঙ্কু আর টিঙ্কুকে নিয়ে। পরিচালক তপন সিংহ তাঁর 'কাবুলিওয়ালা' ছবির জন্য নির্বাচিত করেন টিঙ্কুকে। ১৯৫৭ সালে মুক্তি পায় সেই ছবি। রহমতের চরিত্রে ছবি বিশ্বাস অসামান্য অভিনয় করেন আর ছোট্ট মিনির ভূমিকায় টিঙ্কু ঠাকুরের জুড়ি মেলা ভার। যেমন তার চমৎকার স্ক্রিনপ্রেজেন্স তেমনই স্বাভাবিক তার পর্দার উপস্থিতি। 'কাবুলিওয়ালা' দেখেছেন অথচ 'মিনি'কে ভালবেসে ফেলেননি, খুঁজলে এমন একজন মানুষকেও পাওয়া যাবে না।

টিঙ্কু ঠাকুরের ভাল নাম ঐন্দ্রিলা ঠাকুর আর তাঁর বড় দিদি শর্মিলা। সত্যজিৎ রায় যখন তাঁর 'অপুর সংসার'-এর জন্য 'অপর্ণা' খুঁজছেন তখন ঐন্দ্রিলা ঠাকুরকেই প্রথম নির্বাচন করেন। কিন্তু তাঁর বয়স অনেকটাই কম হয়ে যাওয়ায় পরে তিনি ঐন্দ্রিলার বড় দিদি শর্মিলাকে নেন ওই ভূমিকায়। এখানে আরেকটা কথাও বলে রাখি, সত্যজিৎ সর্বপ্রথম 'অপর্ণা' বেছেছিলেন সন্ধ্যা রায়কে।

টিঙ্কু ঠাকুর, ওরফে ঐন্দ্রিলা ঠাকুর এই একটি ছবি করেই বিখ্যাত হয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে তিনি আর অন্য কোনও ছবিতে অভিনয় করেননি। আন্তর্জাতিক ব্রিজ খেলোয়াড় হয়েছিলেন। বিবাহ করেন দিলীপ কুণ্ডুকে। কিন্তু চল্লিশে পা দেওয়ার আগেই ঐন্দ্রিলা পরলোকগমন করেন। তাঁর অভিনীত 'মিনি' চরিত্রটি অমর হয়ে আছে।

রেলের কর্মচারী সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল ভবানীপুরে রূপচাঁদ মুখার্জি লেনে। যে বাড়িতে উমা দাশগুপ্তরা থাকতেন, তার দুটো বাড়ি পরেই। সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মেয়ে চন্দনা পড়ত ইউনাইটেড মিশনারি স্কুলে। কাছেই একটি নাচের স্কুলে নাচ শিখত সে। চন্দনা যে খুব ভাল নাচত এমন নয়। পিছনের সারিতেই থাকত। আজও তাই আছে। এমন সময় দেখল একজন খুব লম্বা মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে তার নাচ দেখছেন। হ্যাঁ, তার দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক।

(এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

ফুলের সাজে ঝুলনযাত্রা

শ্রাবণ মাসের একাদশী থেকে বলরাম পূর্ণিমা পর্যন্ত পালিত হয় ঝুলন। দোলনায় দোল খান রাধাকৃষ্ণ। পুরাণ ও নানা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে রয়েছে এই উৎসবের উল্লেখ। শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলার দুই পীঠস্থান মথুরা-বৃন্দাবনে পালিত হয় ধুমধামের সঙ্গে। বাংলার ঝুলন উৎসবের ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

লীলা বা আনন্দ খেলা

শ্রাবণ মাস শ্রীকৃষ্ণের মাস। সচরাচর এই মাসেই পালিত হয় ঝুলন উৎসব। জন্মাষ্টমীতে এসে শেষ হয়। এ বড় বিচিত্র এক সময়পঞ্জি। কৃষ্ণের লীলাখেলার উদযাপন শুরু হয়ে যায় আগে, জন্মদিনটি আসে পরে। অবশ্য জুতসই ব্যাখ্যাও আছে। ভগবান নাকি ভক্তদের মধ্যে আগে আসেন, তারপর যান মাতৃগর্ভে।

প্রশ্ন ওঠে, ঝুলন কী? ঝুলন মানে দোলা বা দোলনা। কৃষ্ণের জীবনে দোলনা বা ঝুলনের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। যখন তিনি শিশু ছিলেন, তাঁকে দোলায় দোলাতেন মা যশোদা। পরে গোকুল-বৃন্দাবনেও গরু চরাতে গিয়ে দোলনায় দুলে-দুলে গোপিনীদের উত্ত্যক্ত করতেন তিনি। আবার এই দোলনাতেই রাধার সঙ্গে দুলে ভালবাসায় বিভোরও হতেন।

বছরে তিনটি পূর্ণিমা কৃষ্ণপ্রেমীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই তিনটি দিনে শ্রীকৃষ্ণের তিনরকম লীলা বা আনন্দ খেলা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো হল— দোলপূর্ণিমা, ঝুলন পূর্ণিমা ও রাসপূর্ণিমা। এর মধ্যে দোলের সময় প্রভু আবিরে নিজেকে ও ভক্তদের রাঙিয়ে তোলেন, রাসপূর্ণিমায় নৃত্য করেন এবং ঝুলনে দোলনায় দুলে ভক্তদের আদর খান। ঝুলন উৎসব পালিত হয় শ্রাবণ মাসের একাদশী থেকে বলরাম পূর্ণিমা পর্যন্ত। মোট পাঁচদিন ধরে। প্রসঙ্গত, ঝুলন উৎসব পালনের উল্লেখ রয়েছে পুরাণ ও নানা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রেও। ভাগবত পুরাণ, হরিবংশ এবং গীতগোবিন্দতে এই উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিমুখর ঠান্ডা পরিবেশে দোলনায় শ্রীকৃষ্ণকে দুলিয়ে উৎসব পালন করেন বৈষ্ণবরা। ভারতে অন্যতম জনপ্রিয় কৃষ্ণশাস্ত্র হরিভক্তি বিলাস-এ এই উৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে।

লোকায়ত প্রেমের গল্প

ঝুলন যাত্রার তাৎপর্য কিন্তু বেশ গভীর। এই উৎসবের সময় কৃষ্ণ কিন্তু একা দোলনায় দোল খান না, বরং রাধার সঙ্গে দোলনা ভাগ করে নেন। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণ-রাধার প্রেমকাহিনির নাকি কোনও ঐতিহাসিক মান্যতা নেই। অন্তত সেরকমটাই দাবি ঐতিহাসিকদের। এই প্রেমের গল্প আসলে লোকায়ত, মানে লোকমুখে তৈরি হওয়া কিংবদন্তি বিশেষ। এটা এমন এক প্রেমের গল্প, যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার কোনওদিন মিলন হয়নি, কিন্তু তা-ও তাঁদের একসঙ্গে দোলনায় বসিয়ে দোলানো হয়। অনেকেই বলেন, কৃষ্ণের সব লীলার সঙ্গেই প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের এক আশ্চর্য যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়।

মঠ-মন্দিরে সূচনা

দোলনায় দুলবেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গী হবেন শ্রীরাধা। শুনতে এটুকু লাগলেও, ঝুলন উৎসবেরও কিছু নিয়মকানুন আছে। নিষ্ঠাভরে এই উৎসব পালন করতে চাইলে সেগুলো মেনে চলতে হবে। এককালে এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে। মন্দিরে দেবতাকে দোলনায় বসিয়ে দোলানো হত। সেটা দেখতে হত বিপুল ভক্ত সমাগম। পরবর্তীকালে ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হতে শুরু করেন। তারই সঙ্গে নানাবিধ নিয়ম সহযোগে ঝুলন উৎসবও শুরু হয়। একাদশীর প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে প্রথমে স্নান করানো হয় দুধ কিংবা গঙ্গাজলে। তারপর পরানো হয় রাজবেশ। আগে থেকেই তৈরি থাকে কাঠের, পিতলের কিংবা রুপোর দোলনা। স্নান সেরে, রাজবেশ পরে তাতে যুগলে বসেন কৃষ্ণ-রাধা। দোলনা ও তার চারপাশ সাজানো হয় ফুলের সাজে। সেই সঙ্গে কৃষ্ণের মন্দির ও মন্দিরপ্রাঙ্গণ বা জায়গাবিশেষে মন্দির ঘরটিও সাজানো হয় ফুল দিয়ে। প্রতিদিন দু'বার রান্না ভোগ, নানারকম ফল ও নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। দোলনায় বসার পর ভক্তরা একে-একে ফুলের দড়ি টেনে দোলাতে থাকেন রাধাকৃষ্ণকে। সঙ্গে চলে কীর্তন। এই উৎসবে প্রতিদিন আলাদা-আলাদা সাজে সকাল-সন্ধে সাজেন ভগবান। তবে সব সাজেই রাখতে হয় সবুজের আধিক্য। কারণ, সময়টা বর্ষাকাল। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষ্ণও সতেজ হয়ে ওঠেন।

স্নান ও অঙ্গমার্জনা

ফুলই ঝুলনের সাজের মুখ্য উপাদান। তবে আজকাল নানা ধরনের সাজে সাজানো হয়ে থাকে ঠাকুরের আসন ও মন্দির প্রাঙ্গণ। দোলনা হতে পারে কাঠের কিংবা ধাতুর। তা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিতে হবে ফুলে। কুসুম দোলায় দোলেন শ্যাম-রাই। এই উৎসবের সময় অনেক মন্দিরে বা বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাল ছোট-ছোট পুতুলের মাধ্যমেও সাজিয়ে তোলা হয়।

কৃষ্ণের অঙ্গরাগ ও মন্দির সজ্জা তো বটেই, প্রতিদিনের কাজের মধ্যে থাকবে তাঁর স্নান ও অঙ্গমার্জনা, বেশভূষা পরানো, ভোগ রান্না, নৈবেদ্য সাজানো, দিনে দু'বার আরতি ও তারপরে দোলনায় দোল দেওয়া, নামসংকীর্তন গাওয়া, কৃষ্ণকে শয়ান দেওয়া ইত্যাদি। অনেক মন্দিরের চারপাশে এই সময় মেলা বসে। বাড়িতে হয় অতিথি সমাগম। উৎসবের পাঁচদিন নিরামিষ খাওয়াদাওয়া হয়। আর বলদেবের জন্মদিনে তাঁর জন্য বিশেষ বেশ, ভোগ ও দোলনারও ব্যবস্থা করা হয়।

ভক্তের মাঝে মন্দিরের দেবতা

ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে বেশ ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় ঝুলন উৎসব। তালিকায় সবার উপরে রয়েছে মথুরা, বৃন্দাবনের নাম। শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলার দুই পীঠস্থানে এই উৎসব পালিত হয় ১৩ দিন ধরে। রাধাকৃষ্ণের মূল বিগ্রহ মন্দির থেকে বাইরে বের করে আনা হয় ও দোলনায় বসিয়ে তাঁদের দোলানো হয়। বৃন্দাবনের শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ, বাঁকেবিহারীর মন্দির, রাধারমণ মন্দির বা মথুরার দ্বারকাধীশ মন্দির, সর্বত্রই মন্দিরের দেবতা নেমে আসেন ভক্তের মাঝে। একই রীতি প্রচলিত মায়াপুর ও নবদ্বীপেও। এ ছাড়াও আজকাল ইসকনের বিভিন্ন শাখায়ও ঘটা করে পালিত হয় এই উৎসব

নবদ্বীপ-মায়াপুরের উৎসব

মথুরা-বৃন্দাবনের মতোই বাংলার ঝুলন উৎসবের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ দোলনায় স্থাপন করে হরেক আচার অনুষ্ঠান উৎসব হয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। এই উৎসব হয় মূলত বনেদিবাড়ি এবং মঠ-মন্দিরে। তবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছোটদের ঝুলন সাজানোর আকর্ষণ হারিয়ে যায়নি। আজও অমলিন নানা ধরনের মাটির পুতুল, কাঠের দোলনা আর গাছপালা দিয়ে ঝুলন সাজানোর আকর্ষণ।

নদীয়ার নবদ্বীপের ঝুলনের আলাদা আকর্ষণ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে। এক দিকে যেমন কিছু পাড়ায় দেখা যায় সর্বজনীন ঝুলন উৎসব, অন্যদিকে পুরনো মঠে কিংবা মন্দিরে চোখে পড়ে ঐতিহ্যশালী ঝুলন উৎসব। বেশ কিছু সর্বজনীন রাস উৎসবে দেখা যায় থিমের প্রাধান্য। নবদ্বীপের পুরনো মঠে-মন্দিরে আজও মেলে সাবেক ঝুলনের আমেজ। যেমন মহাপ্রভু মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন নয়, হয় শ্রীচৈতন্যের ঝুলন উৎসব। উৎসব চলে এক পক্ষকাল, প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত। তেমনই সমাজবাড়িতে বৃন্দাবনের গোস্বামী মতে তেরো দিন ধরে ঝুলন হয়। এ ছাড়াও মোহন্তবাড়ি, রাধা মদনমোহন মন্দির, গোবিন্দবাড়ি, গোরাচাঁদের আখড়া, বলদেববাড়ি ইত্যাদি মঠ-মন্দিরে উৎসবের ভিন্ন ভিন্ন মেজাজ দেখা যায়।

সকল নিয়মরীতি এবং আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মহাসমারোহে পালিত হয় ইসকন মায়াপুরের ঝুলন উৎসব। পাঁচদিনের ঝুলন যাত্রায় প্রতিদিন রাধাকৃষ্ণের আরাধনার পাশাপাশি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে নাম সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে ইসকনের গোয়ালের পাশে ঝুলন যাত্রার মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। হয় প্রচুর ভক্ত সমাগম।

রাধারমণ জিউয়ের ঝুলনযাত্রা

নদিয়ার শান্তিপুরের বড়গোস্বামী বাড়িতে কয়েকশো বছর ধরে সাড়ম্বরে হয়ে আসছে রাধারমণ জিউয়ের ঝুলনযাত্রা। উৎসব চলে তিনদিন ধরে। দেবতাকে পরানো হয় এক-এক ধরনের বেশ। মূল পুজোটি হয় পূর্ণিমার দিনে। সেই দিন উদয়াস্ত ভাগবত পাঠ হয়। (এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

3 August, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
৩ অগাস্ট ২০২৫
রবিবার

একটি ছবির তারা

(১৭ পাতার পর)
চন্দনার কেমন যেন অস্বস্তি হল। নাচ শেষ হতে তিনি চন্দনাকে বললেন, ''তোমার বাবা বাড়িতে আছেন? একবার কথা বলা যায়?'' এমন গমগমে গলা চন্দনা কোনওদিন শোনেনি। সে ভাবল, সে আবার কী দোষ করল যে তার বাবাকে স্কুলে ডাকা হচ্ছে! এদিকে চন্দনার বাড়িতেও একই কাণ্ড। স্কুল থেকে আবার কেন ডেকে পাঠাল? সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তড়িঘড়ি এসে পৌঁছলেন স্কুলে।

সেই লম্বা ভদ্রলোক হাত জোড় করে বললেন, ''নমস্কার, আমার নাম সত্যজিৎ রায়। আমি বায়োস্কোপ তৈরি করি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প পোস্টমাস্টার নিয়ে একটি ছবি বানাচ্ছি। সেখানে রতনের চরিত্রের জন্য চন্দনাকে ভেবেছি। ওকে বায়োস্কোপে নিলে আপনার আপত্তি নেই তো?''

মিশনারি স্কুলে পড়া একটি বছর দশেকের শহুরে মেয়ের মধ্যে কী করে যে 'পোস্টমাস্টার'-এর 'রতন'কে খুঁজে পেলেন সত্যজিৎ রায় তা একমাত্র তিনিই জানেন! ছবিটির শুটিং শুরু হল ১৯৬০ সালে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সোনারপুরের কাছে জগদ্দলে। অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়কে 'অনিলকাকা' বলে ডাকতেন চন্দনা। ছবি মুক্তি পেল পরের বছর।

রতনের ভূমিকায় অভিনয় করার পরে অনেক ছবিতে কাজ করার প্রস্তাব পেয়েছিলেন চন্দনা। কিন্তু তিনি আর অভিনয় করলেন না। স্কুল এবং কলেজ শেষ করে ১৯৭৭ সালে শিক্ষকতা করতে যোগ দিলেন তাঁরই স্কুল ইউনাইটেড মিশনারিতে। বিয়ের পরে হলেন চন্দনা মুখোপাধ্যায়। ২০১১ সালে স্কুলের চাকরি থেকে অবসর নেন। বর্তমানে থাকেন দক্ষিণ কলকাতায়।

'অপুর সংসার' ছবিতে অপূর্ব রায় বিজ্ঞাপন দেখে ইস্কুলে চাকরি চাইতে এসে বলে যে সে ইন্টারমিডিয়েট, তখন এক বৃদ্ধ বলেন, ''বিজ্ঞাপনে কী ছিল?''

''হ্যাঁ তাতে অবশ্য ম্যাট্রিকই চেয়েছিল!''

''তাহলে ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েট করছেন কেন? ইন্টারমিডিয়েট নিয়ে ধুয়ে খাব? দশ টাকা বেতনে পোষাবে?''

'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে বাড়ির দাপুটে বৃদ্ধ কর্তা দুই ছেলেকে (প্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর বঙ্কিম ঘোষ) বলছেন, ''এবার আমার কথা শোন, যা করেছি বেশ করেছি, না পোষায় চলে যা''।

বৃদ্ধ এই অভিনেতা হলেন যোগেশ চট্টোপাধ্যায়। এমন মানুষও আছেন, যাঁরা হয়তো ওঁকে নামে চেনেন না, কিন্তু তাঁর সংলাপের সঙ্গে পরিচিত। আজও দারুণ জনপ্রিয় তাঁর সংলাপগুলো।

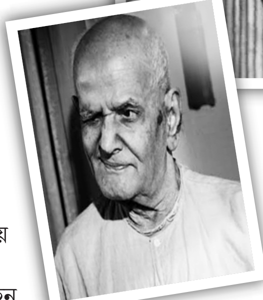

ইনি মোট তিনটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। 'অপুর সংসার', 'গল্প হলেও সত্যি' আর 'নায়ক'। কোনও ছবিতেই তিনটি অথবা চারটির বেশি দৃশ্য নেই। 'অপুর সংসার'-এ একটি মাত্র দৃশ্য। কিন্তু এই ছোট্ট ভূমিকায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে দর্শকদের মনে দাগ কেটে গিয়েছেন তিনি। মাত্র তিনটি ছবিতে অভিনয় করে তিনি অমর হয়ে আছেন।

যোগেশ চট্টোপাধ্যায় যেমন তিনটি ছবিতে, সোমেন বসু মাত্র দুটি ছবিতে কাজ করেছিলেন। দুটিই সত্যজিৎ রায়ের ছবি। 'মহাপুরুষ' আর 'নায়ক'। 'নায়ক' ছবিতে থিয়েটারে উত্তমকুমারের নাট্যগুরু 'শংকরদা' এবং 'মহাপুরুষ'-এ 'নিবারণদা'। 'শংকরদা', 'অরিন্দম মুখার্জি'র জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। উত্তমকুমার আর সোমেন বোসের একটি দৃশ্য মিথ হয়ে আছে যেখানে উত্তমকুমার টাকার পাহাড়ে ডুবে যাচ্ছেন আর 'শংকরদা...আমাকে বাঁচান...' বলছেন, তখন রাজবেশ পরিহিত সোমেন বোস হাতটা বাড়িয়ে দিয়েও আবার টেনে নিচ্ছেন। উত্তম আস্তে আস্তে তলিয়ে গেলেন টাকার গহ্বরে। তবে 'মহাপুরুষ' ছবিতে সোমেন বসুর অভিনয় আরও বেশি আকর্ষণীয়। এই ছবিতে উনি অন্যতম প্রধান চরিত্রে ছিলেন। বুদ্ধির জোরে বিরিঞ্চিবাবার বুজরুকি ধরে ফেলা এবং তাঁকে তাড়ানোর কৃতিত্ব তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। ''এবার কেটে

পড়ুন তো প্রভু! এ তল্লাটে আর নয়'', নিবারণদার দারুণ জনপ্রিয় একটি সংলাপ। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, দারুণ রসবোধ, সাবলীল অভিনয়, অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের অধিকারী সোমেন বোস মাত্র দুটি ছবিতে অভিনয় করেই বাঙালি হৃদয়ে সারাজীবনের জন্য স্থান করে নিয়েছেন।

'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর গুণময় বাগচীকে মনে রাখেননি এমন বাঙালি হাজার খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তাঁর 'এদিকে চারশো এদিকে চারশো' অথবা 'এই যে হ্যাঁ করছি, এটাও মাস্‌ল', কিংবা 'আমাদের শরীরটা হল মন্দির' অথবা লালমোহন গাঙ্গুলিকে কোলে তুলে নেওয়ার দৃশ্য আজও আমরা ভুলিনি। আর আমরা মুগ্ধ হয়েছি গুণময় বাগচীর দেহসৌষ্ঠব দেখে।

সালটা ১৯৭৭। মনোতোষ রায়ের কাছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যোগব্যায়াম আর ফ্রিহ্যান্ড শিখতে যেতেন। সেখানেই মনোতোষের বড় ছেলে মলয়কে দেখলেন সৌমিত্র। এমন চমৎকার স্বাস্থ্য সচরাচর বাঙালিদের মধ্যে চোখে পড়ে না। সত্যজিৎ তখন 'জয়বাবা ফেলুনাথ-এর জন্য একজন ব্যায়ামবীর খুঁজছেন। সৌমিত্রর কাছে মলয় রায়ের বর্ণনা শুনে তাঁকে দেখা করতে বললেন সত্যজিৎ। তারপর কী করে ডানলপ থেকে এল-৯ বাসে চড়ে রবীন্দ্রসদনে এলেন, সেখান থেকে কী করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অ্যাম্বাসাডার গাড়ি চড়ে বিশপ লেফ্রয় রোডে পৌঁছলেন। বাকিটা ইতিহাস।

'জয়বাবা ফেলুনাথ' মুক্তি পেল ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৯। ছবি চলল হইহই করে। ফেলুদা, জটায়ু আর মগনলালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল বাঙালি দর্শক। পাশাপাশি গুণময় বাগচীও জনপ্রিয় হয়ে গেল।

''সব সত্যি। মহিষাসুর সত্যি, হনুমান সত্যি, ক্যাপ্টেন স্পার্ক সত্যি, টারজান সত্যি, অরণ্যদেব সত্যি''। এই বিখ্যাত সংলাপ রুকুর, অর্থাৎ রুক্মিণীকুমারের। 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এর রুকু হলেন জিৎ বোস।

জিৎ বোসকে খুঁজে পাওয়ার একটা মজার গল্প আছে। সত্যজিৎ প্রথমে রুকুর ভূমিকায় নির্বাচন করেছিলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে। কিন্তু তাঁর মা চাননি ছেলে ফিল্মে অভিনয় করুক। তাই ছেলেকে সেলুনে নিয়ে গিয়ে ছোট ছোট করে চুল কাটিয়ে নিয়ে এসেছিলেন অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়। সত্যজিৎ পরে সেই চুল-কাটা দেখে প্রায় আঁতকে উঠেছিলেন।

বাধ্য হয়েই নতুন 'রুকু' খোঁজা শুরু হল। এদিকে আউটডোরের শুটিং এগিয়ে আসছে, 'রুকু' পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যজিতের গোটা ইউনিট মারাত্মক দুশ্চিন্তায়। বেনারস যাওয়ার দিন সকালেও 'রুকু'কে পাওয়া গেল না। সত্যজিৎ বলেছেন, ''এতবড় ইউনিটের যাওয়া ক্যানসেল করা যাবে না। ওখানে যাওয়া যাক, তারপরে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে''।

সেদিন সকালে সত্যজিতের এক সহকারী রমেশ সেন, যিনি পুনু সেন নামেই পরিচিত, টালিগঞ্জে একটি দোকান থেকে জিনিস কিনতে দেখেন একটি ছোট ছেলেকে। পুনু সেন তাঁর পিছু নিয়ে তাঁর বাড়ি অবধি পৌঁছে যান। এই ছেলেটির নাম জিৎ বোস। জিৎ-এর মা-কে বুঝিয়ে পুনু সেন জিৎকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে। সত্যজিৎ রায় এক কথায় 'রুকু'র ভূমিকায় নির্বাচন করলেন জিৎ বোসকে। আর সেই রুক্মিণীকুমার যে আমাদের কত প্রিয় তা আমরা সকলেই জানি।

জিৎ বোস এই একটি মাত্র ছবিতেই অভিনয় করেন। এরপর তিনি হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করে বর্তমানে ভিনরাজ্যের একটি হোটেলে কর্মরত।

'ফাইট, কোনি ফাইট'। এই সংলাপটা একসময় বাঙালিদের মুখে মুখে ফিরত। একসময় কেন, 'কোনি' ছবি মুক্তির পরে একচল্লিশ বছর কেটে গিয়েছে। কোনির অদম্য জেতার ইচ্ছে আর ক্ষিতদার লড়াই দেখলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। মতি নন্দীর উপন্যাস অবলম্বনে সরোজ দে পরিচালনা করেন ছবিটির। 'কোনি'র ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই একটা ছবি তাঁকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু শ্রীপর্ণাও পরবর্তীকালে আর কোনও ছবিতে অভিনয় করেননি। নিজের পড়াশোনা শেষ করে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে চাকরি করেছেন। বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু 'কোনি' তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। বাঙালি নিজেকে অথবা প্রিয়জনকে উদ্বুদ্ধ করতে যুগের পর যুগ বলে যাবে, 'ফাইট, কোনি ফাইট'।

ফুলের সাজে ঝুলনযাত্রা

(১৮ পাতার পর)
এই উপলক্ষে হয় অসংখ্য ভক্ত সমাগম। ঝুলন উপলক্ষে নিবেদিত হয় বিশেষ অন্নভোগ। বড়গোস্বামী ছাড়াও শ্যামচাঁদ মন্দির, গোকুলচাঁদ মন্দিরে এবং অন্যান্য বিগ্রহবাড়িতে এই উৎসব হয়ে থাকে। কিছু কিছু জায়গায় হয় পুতুল ঝুলন। এখানে নানা ধরনের পুতুল দিয়ে সাজানো হয়। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে সাড়ম্বরে পালিত হয় ঝুলন উৎসব।

খড়দহের শ্যামসুন্দরের ঝুলন উৎসব এবং ইছাপুরের নবাবগঞ্জের ঝুলনের মেলাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজও দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ও লালবাগেও সাড়ম্বরে ঝুলন উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। বিক্রি হয় দেশীয় পুতুল। হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত হয় ঝুলন উৎসব। কোথাও বাড়িতে, কোথাও মন্দিরে।

রাধাবল্লভ জিউয়ের ঝুলন

কলকাতার ঝুলনের কথা উঠলে, প্রথমেই 'ঝুলনবাড়ি'-র নাম আসে। এই নামেই পরিচিত বউবাজারের রামকানাই অধিকারীর বাড়ি। প্রায় ২০০ বছর আগে এই পরিবারের আদিপুরুষ কৃষ্ণমোহন অধিকারী ঝুলন উৎসবের প্রচলন করেন। পরে তাঁর পৌত্র রামকানাই অধিকারী সাড়ম্বরে এই উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। এই বাড়ির রাধাবল্লভ জিউয়ের ঝুলন উৎসব আজও বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে। এখানে ঝুলন উৎসব হয় পাঁচদিন ধরে। এই পাঁচদিনে শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন বেশে সাজানো হয়। প্রথম দিন রাখাল বেশ, দ্বিতীয় দিন যোগী বেশ, তৃতীয় দিনে সুবল বেশ, চতুর্থ দিনে হয় কোটাল বেশ এবং শেষ দিনে রাজবেশ। প্রথম দিনে হোম করে ঝুলন উৎসবের সূচনা করা হয়। এর পরে দেবতাকে এক-এক দিন এক-এক রকমের ভোগ নিবেদন করা হয়। পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও পাঁচদিনের এই উৎসবে আত্মীয় সমাগম হয়। এই পরিবারে ঝুলন উৎসবের আরও এক আকর্ষণ ধ্রুপদী সঙ্গীতের আসর। রামকানাই নিজে ভাল পাখোয়াজ বাজাতেন। তিনি যদুভট্টের সঙ্গে সঙ্গত করতেন। যদুভট্ট ছাড়াও আসরে এককালে আসতেন অঘোরনাথ চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ শিল্পী। পরবর্তীকালে আসতেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভি জি যোগ, মালবিকা কানন, এটি কানন, হীরু গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী। অতীতের মতো আজও বসে সঙ্গীতের আসর। এখনও বিভিন্ন শিল্পী এখানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কৃষ্ণলীলা ও মহাভারতের ঘটনা

চালতাবাগান অঞ্চলে বিনোদ সাহা লেনে বঙ্কুবিহারী সাহা প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের ঝুলন মন্দিরে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পুজো হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয়। মন্দির চত্বরে ছোট ছোট ঘরগুলির মধ্যে কৃষ্ণলীলা ও মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি মাটির পুতুল দিয়ে সাজানো হয়। ওই একই রাস্তায় মণ্ডল পরিবারের রাধাকৃষ্ণ জিউয়ের মন্দিরে ঝুলন হয়। একাদশী থেকে দ্বিতীয়া পর্যন্ত মোট সাতদিন ধরে চলে এই ঝুলন উৎসব। প্রথম দিন রাধাকৃষ্ণের যুগল বেশ, দ্বিতীয় দিনে অনন্ত দর্শন, তৃতীয় দিনে রাসলীলা, চতুর্থ দিনে নৌকাবিলাস, পঞ্চম দিনে চন্দ্রাবলীকুঞ্জ, ষষ্ঠ দিনে রাইরাজা এবং সপ্তম দিনে মিলন বেশ। ঝুলন উপলক্ষে প্রতিদিন নিবেদন করা হয় লুচি, মালপোয়া, সুজি ইত্যাদি। ঝুলন উপলক্ষে ওই এলাকার আর এক আকর্ষণ জমজমাট মেলা। এই মেলা বসে বিনোদ সাহা লেনে এবং বিবেকানন্দ রোডের ফুটপাথের কিছুটা অংশ জুড়ে।

কুমোরটুলি অঞ্চলে গোকুলচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত রাধামদনমোহন জিউয়ের মন্দিরে সাড়ম্বরে পালিত হয় ঝুলন উৎসব। এই উপলক্ষে বহু ভক্ত সমাগম হয়।

দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ রোডে বাওয়ালির মণ্ডল পরিবারের উদয়নারায়ণ মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন জিউয়ের মন্দিরে, যা বড় রাসবাড়ি বলে পরিচিত, আজও পালিত হয় ঝুলন উৎসব। এখানে ঝুলন হয় তিনদিনব্যাপী। এই সময় প্রতিদিন ভোরে দেবতাকে ডাবের জলে স্নান করানো হয় এবং প্রতিদিন নতুনভাবে সাজানো হয়। ঝুলন উপলক্ষে বসে নাম সংকীর্তনের আসর। প্রতিদিন ২৫-৩০ রকমের ফলের নৈবেদ্য, লুচি, সুজি নিবেদন করা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

3 August, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

রবিবারের গল্প

স্যার

■ শুভজিৎ বসাক ■

শুভ্র 'স্যার' বলে সুপর্ণকে ডেকে উঠতেই তার মুখটা গোমড়া হয়ে গেল। শুভ্র ভেবে বসল যে সে কিছু ভুল করল কি? সুপর্ণ তার কাছে এসে মৃদু স্বরে জানাল, আমাকে অফিসে সবাই সুপর্ণদা বলেই ডাকে। তুমিও সেইভাবে ডেকো। স্যার শুনতে ভাল লাগে না। শুভ্র এই কয়েকদিন হয়েছে ডালহৌসির কাছে অফিসে নতুন জয়েন করেছে। সুপর্ণ এই অফিসের কর্তা। অফিসের সমস্ত কর্মীই তাকে 'সুপর্ণদা' বলেই ডাকে। 'স্যার' বলে ডাকলে কাছে গিয়ে বলে শুধরে দেয়।

সেদিন বৃষ্টি হওয়ার দরুন অফিসে সবাই সময়মতো এসে পৌঁছতে পারেনি। সুপর্ণ তখন সবেমাত্র জয়েন করেছে। তাই নিয়ম মেনে সে সময়মতো পৌঁছে যায়। সবার দেরি দেখে সে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে একটু দম নেয়। অফিসের সিনিয়র সুতীর্থদা অঘোষিত সর্বময় কর্তা। সে চায় তার কাজ সবাই করে দিক আর সে খবরদারি করবে, আঁতেল কথা বলে অন্যের সাথে মজা করবে। অফিসের বসের খুব খাস সে, তাই বাকিরা কেউ কিছু তাকে বলতে সাহস পায় না।

গতকাল সুপর্ণ অফিস থেকে বেরনোর সময়ে সুতীর্থদা তাকে ডাকে। সে এগিয়ে যায় তার দিকে। সুতীর্থ বলে ওঠে, 'বাড়ি যাচ্ছ?' হ্যাঁ সম্মতিতে ঘাড় নাড়ে সুপর্ণ। সুতীর্থ সেসব অগ্রাহ্য করে হেসে বলে, 'নতুন অফিসে জয়েন করে খুব মজা তাই না? অফিসের বাকি সিনিয়রদের থেকে কোনও পরামর্শ বা তাদের কিছু প্রয়োজন আছে কি না জানতেও ইচ্ছে করে না বলো?'

অস্বস্তিতে পড়ে যায় সুপর্ণ। সে কাঁচুমাচু মুখ করে বলে, 'কিছু হয়েছে দাদা? কিছু কি করার বাকি আছে? বলুন তাহলে কাল এসে করে দেব।' সুতীর্থ এক অবজ্ঞার হাসি দিয়ে সটান বলে বসে, 'বস আজ একটা অডিটের ফাইল দিয়েছেন। সেটা শেষ করে কাল সেকেন্ড হাফে চেয়েছেন। সারাদিন কাজ করতে করতে আমার পিঠে খুব ব্যথা উঠেছে। সিনিয়ররা আছে বলেই তোমাদের গায়ে আঁচ অবধি আসে না আর সিনিয়রের কিছু হল কি না হল সেটা জুনিয়র হয়ে তোমার না জানলেও হয়ে যায়! নিজের কাজ করে চলে যাচ্ছ, একবার জানারও প্রয়োজন বোধ করো না বলো?'

মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকে সুপর্ণ। সুতীর্থ আড় চোখে খানিক তাকে মেপে প্রশ্ন করে, 'যদি কিছু মনে না করো একটা কথা বলব?'

ঘাড় নাড়ে সুপর্ণ। সম্মতি পেয়ে সুতীর্থ বলে, 'আমার ফাইলের কাজটা শেষ করে দেবে? আসলে কাল তোমার বউদিকে নিয়ে একটা পরীক্ষায় যেতে হবে। সংসার করোনি তো, তাই এই সব ঝক্কি বুঝবে না। বসকেও না বলা যায় না। যদি কাজটা করে দাও তবে একটা ঝামেলা মিটবে। করে দেবে?'

বেচারা সুপর্ণ সিনিয়রের ভাবগতিক যা বুঝেছে সে না বললেও এই কাজ তাকে দিয়েই সে করাবে তাই সম্মতি জানায়। ফাইলটা এগিয়ে দেয় সুতীর্থ। সেটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে ব্যাগে ভরে নিয়ে বিদায় নেয় সেদিনের মতো।

পরদিন বৃষ্টিতে ভিজে অফিসে এসে যখন সুপর্ণ একটু দম নিচ্ছে তার মিনিট কুড়ি পরে সুতীর্থদাও চলে আসে। সুপর্ণ তাকে দেখে একটু অবাকই হয়। তবে প্রশ্ন করার সাহস পায় না। সুতীর্থ এসে মাথাটা রুমাল দিয়ে পাখার তলায় দাঁড়িয়ে মুছতে মুছতে সুপর্ণকে প্রশ্ন করে, 'কখন এসেছ?' সুপর্ণ জানায়, 'এই তো মিনিট কুড়ি হয়েছে।' এরপরেই সুতীর্থ সটান প্রশ্ন করে বসে, 'ফাইলের কাজটা শেষ হয়েছে?' সুপর্ণ সাথে সাথেই উত্তরে জানায়, 'না দাদা, কাল আর বাড়ি গিয়ে হয়ে ওঠেনি। আজকে করে দেব।' না বলতে সুতীর্থ নিজে পারলেও সে না শুনতে একদমই অভ্যস্ত নয়। শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে সুপর্ণের দিকে ফিরে বলল, 'মানে মিনিট কুড়ি আগে এসে তুমি দম নিয়ে যাচ্ছ আর আমি যে তোমাকে কাজটা দিলাম সেটা করার প্রয়োজন বোধ করলে না? বস এসে যদি বাইচান্স ফাইলটা চেয়ে বসে তাহলে কী উত্তর দেব তাকে? ভেবে দেখেছ সেটা? ভাগ্যিস আজ তোমার বউদিদের পরীক্ষাটা পিছিয়ে দিয়েছে সেটা কাল মেল করে জানিয়েছে, না হলে তো ভাই তুমি আমায় ফাঁসিয়ে দিতে গো! না, ঢের হয়েছে, তুমি ফাইল দাও। আমিই শেষ করে নেব।' সুপর্ণ যে কী মহাভারত অশুদ্ধ করে ফেলেছে বুঝেই উঠতে পারল না! তাও সব সহ্য করে সে বলে উঠল, 'আমি এখুনি করে দিচ্ছি দাদা। দেরি হবে না দেখো।'

সুতীর্থ যেন তাকে আরও অপমান করবেই ঠিক করে এসেছে। সে ফাইল কেড়ে নিয়ে উত্তর দিল, 'না, একদম না। তুমি এসে যে কেত্তন করছিলে ওটাই দম নিয়ে করো। ঘরে তো অনেক কাজ করেছ ব্যাচেলর লাইফে, নাও বিশ্রাম নাও আর কেত্তন করে যাও।' এর মাঝে কেটেছে আরও কিছুটা সময়। এসে গিয়েছে অফিসের সুইপার-সহ নিচুতলার কিছু কর্মী। সুপর্ণ এই দুর্ব্যবহার শুনছে এমন সময়ে একজন সুইপার তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলে উঠল, 'স্যার, একটু সরে দাঁড়াবেন? জায়গাটা মুছে দিই।' এমন অপদস্থ হওয়ার মুহূর্তে 'স্যার' কথাটা বড়ই বিদ্রুপের সুরে তার কানে ভেসে এল। গায়ে সুচের মতো বিঁধল। নিঃশব্দে সরে দাঁড়াল সে। জুতোর তলার কাদা পায়ের নিচে শুকিয়ে আছে। সুপর্ণ পরে অবশ্য জানতে পেরেছিল যে সুতীর্থদাকে তাদের বস কোনও ফাইলই অডিটের জন্য দেননি। সে জেনেশুনেই অপদস্থ করবে বলে সেই ফাঁদ পেতেছিল আর সুপর্ণ সহজ মনের মানুষ হওয়ায় তাকে কথা শোনাতে বেগও পেতে হয়নি তাকে। তবে রীতি অনুযায়ী অফিসের নিচুতলার কর্মীরা তাকে 'স্যার' বলে ডাকলে নিজেকে হেয় মনে হত সুপর্ণের সেদিনের পর থেকে। মান-সম্মানের দিশা খুঁজত সে। মনে মনে একটা চাপা ভাব উসকে উঠত।

এরপরে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। উচ্চপদস্থ চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভাল পদে আসীন হয়েছে সুপর্ণ। যেদিন সে ওই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসছিল সেদিন সুতীর্থদা তাকে হাসিমুখেই বলে ওঠে, 'অফিস বদল হলেও রইবে তো এখানেই। তাহলে একদিন এসো আমার বাড়িতে। দু'জনে বসে ইলিশ খাওয়া যাবে।' উত্তরে হেসেছিল খালি সুপর্ণ। নতুন চাকরিতে ঢুকেই সে যোগ্যতা অনুযায়ী পদে আসীন হয়েছিল। এরপরে অনেক কর্মী তার অধীনে কাজ করে চলেছে। কিন্তু তাকে 'স্যার' ডাকতে বারণ করেছে সুপর্ণ, বদলে সুপর্ণদা বলেই ডাকা অভ্যাস করতে বলেছে। তার বাকি সিনিয়রদের সামনে যদি এমন ডাক দিলে যদি ক্ষুণ্ণ হন তাঁরা, সে-প্রসঙ্গ উঠলেও সুপর্ণ সবটা সামলে নেবে জানিয়েছিল আর পেরেওছে সেটা করতে। 'স্যার' বলে সে অন্যকে ডাকতে পারে কিন্তু তার কাছে খুব অপ্রিয় সেই ডাক। ডাকটার মধ্যে আজও কোনও সম্মান দেখতে পায় না সে বরং একরাশ ব্যঙ্গাত্মক ছোঁয়া অনুভব করে তাতে যা তার অতীত থেকে এখনও অনুভব করে। এই ডাকটা শুনলেই আজও সেদিনের মুহূর্তটা মনে পড়ে যায়। বুকের মাঝে চাপা অনুভবটা আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে। আজ সেই অনুভূতিটাই আবার শুভ্রর ডাকের মধ্যে দিয়ে সে যেন কিছুক্ষণ অনুভব করল। ভেসে উঠল বৃষ্টির সেই সকাল আর সিনিয়র সুতীর্থদার মুখটা। সাথে ভেসে এল সেই উচ্চারিত সুচাল ভাষাগুলো। তবে আজ বাইরে বেশ রোদ উঠেছে। জুতোর তলায় কাদার দাগ নেই। শুকনো ফ্লোরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল অফিসের সুইপার নিরঞ্জন। যাওয়ার সময়ে একবার চোখ পড়ল অফিসের কর্তা সুপর্ণদার দিকে। মৃদু হেসে উঠল দু'জনেই। এরপরে সামনের দিকে হেঁটে চলল সুপর্ণ। ভেসে আসছে জুতোর শব্দ আর তাতেই পিষে যাচ্ছে তার অপ্রিয় 'স্যার' সম্বোধনটা। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com